ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 August 2021 ■ আগরতলা ১০ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২৪ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্ণা তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতাদের উপর হামলা ও তাঁদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে দিল্লিতে গর্জে উঠলেন তৃণমূল সাংসদরা। সোমবার সংসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্ণা দিলেন তৃণমূল সাংসদরা। তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক''ও ব্রায়েন, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা বললেন, ত্রিপুরায় নিহত গণতন্ত্র।

তৃণমূল সাংসদদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ''ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ফেরাতে হবে'', ''ত্রিপুরায় স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক''। সোমবার সংসদে অধিবেশন শুরুর আগেই এই কর্মসূচি নিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদরা।

ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্ণা দেন তৃণমূল সাংসদরা। ত্রিপুরায় যা ঘটছে, তাতে কেন্দ্রের মদত রয়েছে বলেই দাবি তৃণমূল সাংসদদের।

স্প্রে পাম্প সেট কেলেংকারীর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ আগস্ট।। পাওয়ার টিলার কেলেঙ্কারির পর এবার স্প্রে পাম্প সেট কেলেঙ্কারি। একের পর এক দুর্নীতিতে নাম উঠে আসছে উপমুখ্যমন্ত্রীর নিজ বিধানসভা কেন্দ্র চড়িলাম বিধানসভার নাম। গত কিছুদিন পূর্বে বিশালগড় কৃষি দপ্তরের অফিসের আওতাধীন অন্ধি গাং এবং বুড়ি গাং এই দুই প্রজেক্টকে ঘিরে পাওয়ার টিলার কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে ছিল চড়িলাম বিধানসভার বেশ কয়েকজন শাসক দলীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ বৈঠক প্রথমবার ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্ব

চিনের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে সরব হলেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লী, ৯ আগস্ট।। প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন নরেন্দ্র মোদী। সমুদ্র-সুরক্ষার গুরুত্ব এবং এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছিল সোমবার নিরাপত্তা পরিষদের ভার্চুলায় বৈঠকের মূল আলোচ্য। মোদীর সভাপতিত্বে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন, কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনায়াট্টা-সহ বিশ্বনেতারা।

বৈঠকে সভাপতির ভাষণে মোদী বলেন, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথে বাধাগুলি দূর করতে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের সাফল্যের উপরেই আগামী দিনে আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করবে। আন্তর্জাতিক আইন এবং আলোচনার ভিত্তিতে সমুদ্রপথ সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির কথাও বলেন তিনি। দক্ষিণ চিন সাগরে বেজিংয়ের সাম্প্রতিক দখলদারিকে লক্ষ্য করেই তাঁর মন্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ভিয়েতনাম, জাপান, তাইওয়ান-সহ নানা দেশই দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। আন্তর্জাতিক জলপথ পরিবহণকে নয়াদিল্লি বরাবরই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়েছে বলেও দাবি করেন মোদী। তিনি বলেন, আলোচনা এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমেই ভারত তার প্রতিবেশ রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করেছে।

গত মে মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য চিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সে সময় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের ফলাফলে অসন্তুষ্ট হয়ে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা তালা দিল ধলাইয়ের চারটি স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে ধলাই জেলার কুলাই দ্বাদশ সহজ চারটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সোমবার কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবিতে অনুত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। সোমবার ধলাই জেলার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয় অনুত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,গত শনিবার মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা আমবাসা বাজার এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। রাত পর্যন্ত চলে অবরোধ আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত জেলাশাসক এর উপস্থিতিতে শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা আন্দোলনকারীদের প্রতিশ্রুতি দেন সোমবার আগরতলায় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল দেখা করে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে। ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন এর আশ্বাস মূলে অবরোধ তুলে নেয়। তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিলসে অনুযায়ী সোমবার এক প্রতিনিধি দল আগরতলায় র রওনা হয়। একদিকে যখন আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে অন্যদিকে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের খবর পেয়ে শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি কুমার দেববর্মা কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ছুটে যান। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া

জানতে চাওয়া হলে শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি কুমার তারপর বলেন, পরীক্ষার্থীদের দাবি মেনে রিভিউর কাজ শুরু হয়েছে। চলবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত। তারপর আরো কয়েকদিন সময় লাগতে পারে ফলাফল পুনর্নির্বাচন বিষয়ে। একদিকে যখন এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ঠিক সেই সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে আন্দোলন শুরু করেছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ওএসডি। তিনি বলেন আশা করা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে যাবে পুনর্বিবেচনার বিষয়টি। স্বাভাবিক কারণেই আপাতত আন্দোলন থেকে বিরত থাকার জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালের শৌচাগারের জানালা ভেঙ্গে পালিয়ে গেল করোনা আক্রান্ত দুই আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে কর্তব্যরত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে করোনা আক্রান্ত দুই বিচারাধীন বন্দি। সোমবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের জেলা-কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে করণা আক্রান্ত বিচারাধীন বন্দী পালিয়ে গেছে।

বাথরুমের জানালা ভেঙে বিকাশ দেববর্মা ও প্রজিত মালাকার নামে দুই আসামি পালিয়ে যায়। ৬ আগস্ট করোণা আক্রান্ত হওয়ায় তাদের চিকিৎসার জন্য জেলা কোভিড হেলথ সেন্টারে ভর্তি করানো হয়। দুই করোনা আক্রান্ত আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় গোটা মহকুমা

কৈলাসহর

হাসপাতাল চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কৈলাশহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডা, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অলক ভট্টাচার্য সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা।

পলাতক করোণা আক্রান্ত আসামিদের খোঁজে গোটা মহকুমা ও জেলা জুড়ে অভিযান চালানো হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বিকাশ দেববর্মার বাড়ি ধলাই জেলার ধূমাছড়াএলাকায়। বিকাশ দেববর্মা একজন বিচারাধীন আসামি। অপরদিকে প্রজিত মালাকার সাজাপ্রাপ্ত আসামি।বাড়ি কুমারঘাট মহকুমার রাধানগর এলাকায়। দুজনই করোণা আক্রান্ত হওয়ায় তাদের জেলা কারাগার থেকে ৬ আগস্ট আরজিএম মহকুমা হাসপাতালস্থিত কোভিড হেল সেন্টারে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়। ভোর পাঁচটা নাগাদ এক এক করে দুজনে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যদিও মহাকুমা হাসপাতাল ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিনটি গেইটে পুলিশ ও বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ছিল। তবে বাথরুমের জানালা ভেঙ্গে যে জায়গা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের মিছিলে আক্রমণ বিশালগড়ে, গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ আগস্ট।। বিশালগড় অফিসটিলা এলাকায় এক যুবকের উপর আক্রমণ চালায় দুর্বৃত্তরা। বিশালগড় সিপিআইএম অফিসে কৃষি বিল এর প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় সিপিআইএমের তরফ থেকে।সেই সময় অফিসটিলা সিপিআইএম পার্টি অফিসের সামনে অফিসটিলার যুবক সায়ন ঘোষ(২০) আগরতলা রানীবাজার পিসির বাড়িতে যাবার জন্য গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক সেই সময় দুর্বৃত্তরা আচমকা হামলা চালায় সায়ন ঘোষ এর উপর। তাদের টার্গেট সে সিপিআইএম সে জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত ছাড় আন্দোলনের বর্ষপূর্তি পালন করল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে সোমবার কংগ্রেস ভবনের সামনে ৯ই আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস ও যুব কংগ্রেস সভাপতি পূজন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে সোমবার ৯ আগস্ট ভারত ছাড়া দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। মহাত্মা গান্ধী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটি আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিশ্বাস বলেন, ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত থেকে তাড়ানোর লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়ি বিক্রয়কর দপ্তরে ঘুঘুর বাসা, গুরুতর অভিযোগ চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৯ আগস্ট।। রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি সেইলটেক্স কমপ্লেক্সের ভেতর সঠিক ভাবে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে না। ত্রিপুরাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে পন্যবাহী, যাত্রীবাহী গাড়ির চালক ও যাত্রীদের বাঁকা পথে অর্থের বিনিময়ে করোনা পরীক্ষা ছাড়াই রাজ্যে প্রবেশের অনুমতীর ছাড় পত্র দেওয়া হচ্ছে স্বাস্য দপ্তরের তরফ থেকে। চুরাইবাড়িতে করোনা পরীক্ষার সাথে যুক্ত কয়েকজন অসায়ী স্বাস্থ্য কর্মী বাঁকা পথে বহিরাজ্যে থেকে আগত যাত্রী এবং গাড়ি চালকদের রাজ্যে প্রবেশের ছাড়া পত্র দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। ফলে রাজ্যে করোনা সংক্রমনের আশঙ্কা দিনকে দিন বৃদ্বি পাচ্ছে।

করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রাজ্যের জনগনকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে করোনা পরীক্ষার ব্যাবস্থা গ্রহন করেছিল। কিন্তু বহিরাজ্য থেকে যে সকল যাত্রীরা রাজ্যে প্রবেশ করে তাদের প্রথমে চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে এন্টিজেন অর্থাৎ করোনা পরীক্ষা করা হয়। এন্টিজেন পরীক্ষার পর যাত্রী বা চালকদের রিপোর্ট নেগেটিভ হলে যাত্রী এবং চালকদের তাদের গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

আর এন্টিজেন পরীক্ষাতে যদি পজেটিভ হয় তাহলে তাদের হোম আইসোলেশন বা কোভিড কেয়ার সেন্টারে পাঠানোন হয়। কিন্তু সরকারী এই নির্দেশিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চুরাইবাড়ি চেক পোস্টে এন্টিজেন পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা অসায়ী স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা বাঁকা পথে অর্থের বিনিময়ে বহিরাজ্যে থেকে আসা চলক ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাশ করানোর দাবীতে আগরতলায় নেহেরু পার্কের সামনে ছাত্রছাত্রীদের ধরণা আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ৫০ শতাংশের অধিক নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোমবার থেকে গোর্খাবস্তিস্থিত নেহেরু পার্ক এর সামনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের শামিল হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের একাংশকে অনুত্তীর্ণ করায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এবছর করোনা পরিস্থিতির কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পূর্ববর্তী পরীক্ষার নিরিখে মূল্যায়ন করে পরীক্ষার্থীদের পাস করানো হয়েছে।

তাতে একাংশ ছাত্র-ছাত্রী অনুত্তীর্ণ রয়েছে। অবিলম্বে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে উত্তীর্ণ করার দাবিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবেই সোমবার সকাল থেকে গোর্খা বস্তিতে নেহেরু পার্কের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শমিল হয় একাংশ ছাত্র-ছাত্রী। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে তারা শান্তিপূর্ণভাবে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তাদের দাবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপরিশ্রুত পানীয় জল ব্যবহার করে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন গিরিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। অপরিস্রুত পানীয় জল পান করে জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার তারাবন কলোনি এলাকার বাসিন্দারা। অবিলম্বে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার তারাবন কলোনীতে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকায় এলাকাবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জানা যায় ,ডুম্বুরনগর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর গন্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের তারাবন কলোনি অবস্থিত। সেখানে প্রায় ২২৫ পরিবারের বসবাস। তারা সবাই জনজাতি সম্প্রদায়ের। সেখানকার অধিকাংশ জনজাতি বিপিএল পরিবার ভুক্ত। জুম চাষই তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস। তারাবন কলোনী সৃষ্টির সময় থেকেই সেখানে পানীয় জলের সংকট লেগে আছে।

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য এলাকাবাসীরা একাধিকবার পঞ্চায়েতে, ব্লকে, ডিডব্লিউএস দপ্তরে এমনকি মহকুমা শাসকের নিকট দাবি জানিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বর্তমানে এলাকার জনজাতিরা কাঁচা কুয়ার জল পান করে তাদের পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে গ্রামবাসীরা কিছু দিন আগেও লিখিত ভাবে স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্ত হন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ঘাসফুল ও পদ্ম শিবিরে তরজার লড়াই

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ত্রিপুরা সফরের আবেদন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ত্রিপুরা ঘুরে অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতি দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষ নির্মম অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন।

আজ সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পুতুলে পরিণত হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু যদি এখনও কমিশনের মেরুদণ্ড শক্ত থাকে, আত্মসম্মান জীবিত থাকে, তা-হলে ত্রিপুরায় এসে বিরোধীদের প্রতি বিজেপি কর্মীদের বর্বরতা নিজের চোখে দেখে আসুন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় তৃণমূল সমর্থনের অপরাধে বর্বরতম হামলার শিকার হচ্ছেন মানুষ। পুলিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৃণমূলের ১৪ জন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। অথচ কোভিড বিধি লঙ্ঘনের কারণ দেখানো হয়েছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে। বিজেপি সমর্থক না হলে, দুষ্কৃতীদের নিশানা হচ্ছেন। তৃণমূল কর্মীদের ওপর আক্রমণ এবং তাঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ঘটনায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ত্রিপুরায় ছুটে এসেছেন। শুধু তা-ই নয়, গতকাল একের পর হামলা হয়েছে তৃণমূলের ওপর।

এদিন তিনি বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন খুবই সামান্য বিষয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ছুটে আসত। এখন ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষ নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ফলে মানবাধিকার কমিশনের শীঘ্রই ত্রিপুরা সফর করা উচিত। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বিধায়ক সামির চক্রবর্তী দাবি করেন, ত্রিপুরায় অঘোষিত জরুরি অবস্থা কায়েম হয়েছে।

রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল, বলল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং শান্তির পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৩ -এর অলীক স্বপ্ন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে। সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, সারাদা কান্ডে জেল ফেরৎ ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

সারাদা কান্ডে জেল ফেরৎ ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে তাদের সাংবাদিক সম্মেলন। সিপিএম''র বিরুদ্ধে লড়াই করে ২০১৮ সালে মুক্তি এসেছে। এর আগে কংগ্রেস দলে থেকে হাপিয়ে উঠেছিলেন। বাধ্য হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্মরণাপন্নও হন। বিগত কয়েকদিন যাবৎ রাজ্যবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস তারা ২০২৩ সালে সরকার গঠন করবে। এতে রাজ্যের মানুষের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। যে দলটার বিগত ১০ বছর যাবৎ ত্রিপুরা রাজ্যে সংগঠন নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা ছিল না, আচমকা রাজ্যের সুন্দর পরিবেশকে বিষিয়ে তোলার জন্য কেন তাদের আবির্ভাব হল। সোস্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষকে ফাকি দেওয়ার কোন জায়গা নেই। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে কিছু হাসিল করা যাবে না। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পথ চলা শুরু করে।

রাজ্যে এসে বহু লম্ফ, জম্ফ করে। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টিকে সারতে যে প্রচেষ্টা থাকার কথা ছিল তা পরিলক্ষিত হয়নি। কেবল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি বিল বাতিলের দাবীতে রাজ্যব্যাপী বামপন্থী সংগঠনগুলির আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ খোয়াই/ বিলোনীয়া, ৯ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক কৃষক স্বার্থ বিরোধী তিনটি বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে বামপন্থীরা। এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পাশাপাশি ছাত্র যুব সংগঠন। রাজধানী আগরতলায় এই বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। আনুরূপ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে খোয়াইয়েও।

এদিকে, সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ শ্রমিক কৃষক স্বার্থবিরোধী তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে হবে,পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের মূল্য হ্রাস করতে হবে,রেগার দুইশ দিনের কাজ ও তিনশত টাকা মুজুরি বৃদ্ধি

সহ এগার দফা দাবির স্লোগান তুলে বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয় থেকে মিছিলে বের হতেই পুলিশ বাঁধা সৃষ্টি করে। বাধাকে কেন্দ্র করে , পুলিশের সাথে সাময়িক ধস্তাধস্তি হয় আন্দোলন- কারীদের।পরবর্তী সময়ে আন্দোলন কারীরা স্টেট ব্যাংকের সামনে রাস্তায় বসে পড়ে, সেখানে বামপন্থী নেতৃত্বরা ভারত বাঁচাও কর্মসুচীর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৯১ ▫ ১০ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ২৪ শ্রাবণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

চীনকে তুলোধুনো

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে চীনকে রীতিমতো তুলোধুনো করিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাংলাদেশ প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিনকে রীতিমতো কোণঠাসা করিবার কৌশল নিয়াছেন। নরেন্দ্র মোদী প্রথম কোন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করিলেন। ইহা নিঃসন্দেহে ভারতের কাছে বড় প্রাপ্তি এবং প্রশংসার যোগ্য। সমুদ্র-সুরক্ষার গুরুত্ব এবং এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছিল এই দিনের ভার্চুয়াল বৈঠকের মূল পাদপদ্য বিষয়বস্তু।সোমবার নিরাপত্তা পরিষদের ভার্চুলায় বৈঠকে সমুদ্র সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আলোচনার সূত্রপাত করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের ঐতিহ্য ও সম্মানকে উচ্চশিখরে নিয়া যাইবার কৌশলও করিয়াছেন তিনি। সমুদ্র সংক্রান্ত বিষয় নিয়া আয়োজিত বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন, কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনায়াট্টা-সহ বিশ্বনেতারা।

বৈঠকে সভাপতির ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলিয়াছেন, 'আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথে বাধাগুলি দূর করিতে আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে সমগ্র দেশ গুলিকে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া বন্ধু ভাবাপন্ন মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, সমুদ্রপথে বাণিজ্যের সাফল্যের উপরেই আগামী দিনে আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করিবে।'আন্তর্জাতিক আইন এবং আলোচনার ভিত্তিতে সমুদ্রপথ সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির কথাও বলিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণ চিন সাগরে বেজিংয়ের সাম্প্রতিক দখলদারিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার মন্তব্য বলিয়া মনে করা হইতেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। ভিয়েতনাম, জাপান, তাইওয়ান-সহ নানা দেশই দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হইয়াছে।আন্তর্জাতিক জলপথ পরিবহণকে নয়াদিল্লি বরাবরই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়াছে বলিয়াও দাবি করিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলিয়াছেন, আলোচনা এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমেই ভারত তাহার প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়াছে।গত মে মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য চিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিকতা নিয়া আলোচনা হইয়াছিল। সেই সময় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় বেজিংয়ের ভূমিকার প্রতিবাদে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সরব হইয়াছিলেন। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পাঁচটি দেশ। সেইগুলি হইল আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। বাকি ১০টি দেশ নির্দিষ্ট অঞ্চল হইতে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। স্থায়ী সদস্য ভুক্ত দেশ গুলিকে এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে বলিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নানা দিক দিয়া এই ভার্চুয়াল বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কলকাতা পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা, ধৃত দমদমের দুই যুবক

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : কলকাতা পুরসভার সদর দফতরে ধরা পড়ল প্রতারণা চক্রের এক পান্ডা! কলকাতা পুরসভায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় ৩৫ জনের থেকে ১০ হাজার টাকা হাতানোর অভিযোগ রয়েছে। অমিতাভ বসু নামের বছর পঁয়ত্রিশের এই যুবক দমদম ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন অর্চনা ধর ও সমীর সাধুখাঁ নামের দুই ব্যক্তিকে পুরসভায় চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল অমিতাভ বসু। বিষয়টি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুরসভার কর্তব্যরত কর্মী ও পুলিশরা তাকে ধরে ফেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অমিতাভ জানায়, এই ব্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আরও কয়েকজন ব্যক্তি। দমদম ক্যান্টনমেন্টের গোরাবাজারের বাসিন্দা রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী দিব্যেন্দু বর্মণ এবং সোনারপুরের বাসিন্দা প্রণয় বসু। ধৃত অমিতাভ বসু দাবি করে, সে মূলত এই ব্যাকেটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত অমিতাভ বসুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ নিয়ে গেছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই শহর কলকাতাজুড়ে প্রতারণা চক্রের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সরব হয়েছেন কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। গত শনিবার ''টক টু কেএমসি'' অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে এ ধরনের প্রতারকদের চিহ্নিত করে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন মানুষের কাছে। প্রতারণা-চক্রের রমরমা বাড়ছে রাজ্যে। ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের পর থেকেই সামনে আসছে একের পর এক ভুয়ো কাণ্ড ও প্রতারণা।

বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের হাতে ধরা পড়ল ১৪ ভারতীয় মৎস্যজীবী

নামখানা, ৯ আগস্ট (হি. স.) বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে ধরতে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়ার কারণে ১৪ জন মৎস্যজীবী সহ একটি ট্রলার আটক করল বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড। সোমবার বিকেলে এই খবর এসে পৌঁছেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী ইউনিয়নের কাছে। এফ বি স্বর্ণতারা নামের ঐ ট্রলারটি সহ মৎস্যজীবীদের কিভাবে ছাড়িয়ে আনা যায় সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দক্ষিন ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার উত্তর সীতারামপুর এলাকার ট্রলার এফবি স্বর্নতারা ইলিশ ধরার সময় বাংলাদেশ জল সীমানায় ঢুকে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। ১৪ জন মৎস্যজীবী সহ ট্রলারটিকে আটক করে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড। বাংলাদেশে করোনার প্রভাব বাড়ায় মৎস্যজীবীদেরকে সমুদ্রেই আটকে রাখা হয়েছে। কাকদ্বীপের মৎস্যজীবী সংগঠনের কাছে খবর পৌঁছেছে, গত ৬ আগস্ট ট্রলারটি সমুদ্রে পাড়ি দেয়। পরদিন ৭ আগস্ট ট্রলারটি বাংলাদেশ জল সীমানার মধ্যে ধরা পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে না ইচ্ছে করে বাংলাদেশ সীমানায় ট্রলারটি ঢুকেছিল তা খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন মারফত বাংলাদেশ হাই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে বলে জানিয়েছে কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী সংগঠন।

মশাল মিছিল করার কোনও নৈতিক অধিকার নেই, বিজেপিকে কটাক্ষ সৌগত রায়ের

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.): সপ্তাহের শুরুর দিনেই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও কর্মসূচি পালনের ডাক দেয় বিজেপি। বিজেপির মশাল মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে তিলোত্তমা। আর এরপরেই ""মশাল মিছিল করার কোনও নৈতিক অধিকার নেই"" বলে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের। সোমবার সপ্তাহের শুরুর দিনেই সেন্ট্রাল এভিনিউ—এর পাশাপাশি ভবানীপুর থেকে মশাল মিছিল বের হয় বিজেপির। বিজেপির মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজেপির মশাল মিছিল প্রসঙ্গে তোপ দাগিয়ে সৌগত রায় বলেন, ""তিন মাস হল নির্বাচনে হেরেছে। বিজেপির মশাল মিছিল করার কোনও নৈতিক অধিকার নেই। এখনই ওদের বিরোধিতায় নেমে পড়া উচিত নয়। রাজ্যে এখনও কঠিন সময় চলছে। সরকার মোকাবিলা করছে। বিজেপি সরকার যথেষ্ট ভ্যাকসিন দিচ্ছে না।

লকডাউনে কেমন আছেন ফুলচাষিরা ?

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

টানা বৃষ্টি চলছেই। বৃষ্টিতে জমি ভেজে। ভিজে যায় মানুষের মন। রোমান্টিক গান গল্পে হৃদয় ভেজে। গাছে গাছে কচি পল্লবের ছোঁয়ায় ফুটে ওঠে পুষ্পের ইতিবৃত্তান্ত। কিন্তু বছরকার লকডাউন আর এই লাগাতার বৃষ্টিতে ফুলচাষিদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে মারাত্মক। করোনার হাত থেকে বাঁচলেও অনাহারে মরব। কোদালটা মাটিতে নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চারু মজুমদারের বেটা। নাহ বিখ্যাত সেই নেতৃত্ব নয়, ইনি হলেন দক্ষিণবঙ্গের ফুলচাষিদের মুরুব্বি চারুচন্দ্র মজুমদার। তাঁরই বেটা নাড়ু ষাট পেরিয়েছে বছর সাতেক আগেই। তিন পুরুষ ধরে ফুলের চাষ। জানুয়ারিতেও ভাল লাভ দিয়েছে গোলাপ, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা তিন টাকা করে দাম পেয়েছে। কিন্তু তখনও তো এবছরের লকডাউন শুরুই হয়নি। লকডাউন শুরু হতেই সব গোলমেলে হয়ে গেছে। মাঠের ফুল মাঠেই ঝরছে। কোদাল হাতে নিয়ে ফের কোপ দিলেন নাড়ুবাবু। নিজের হাতেই তছনছ করছেন সাজানো বাগান। 'কচুকাটা' করেছেন ফুলগাঠ। নাড়ুবাবু কো নন। মাটে হাজির স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ, ছোট্ট নাতিও। টানা কয়েক দিন বৃষ্টির ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর পঞ্চায়েতের করিমপুর, মুনুই সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ফুলচাষিদের। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির কবল পড়ে গাছের ফুল গাছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অত্যাধিক বৃষ্টির কারণে গাছের গোড়া পচে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফুল গাছ। এমতাবস্থায় আগামী দিনে এই ফুল গাছ থেকে আর ফুল তুলতে পারবেনা বলেই অন্তর্গত এই সমস্ত এলাকার ফুলচাষিরা তাদের উৎপাদিত ফুল দুর্গাপুর বাজারে গিয়ে বিক্রি করেন। সেই অর্থ দিয়ে সারা বরছ তাদের সংসার চলে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ চালান। কিন্তু এবারে কি করবেন তারা? বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ।

আংশিক লকডাউনে ঝিমিয়ে পড়েছে মল্লিকঘাট ফুলবাজার। বিক্রিবাটা নেমে এসেছে ৫-৬ শতাংশ। আন্তস্তরে পড়েছেন দোকানদার থেকে শুরু করে ফুলের চাষিরা। ট্রেন বন্ধ থাকায় গাড়ি করে বেশি সময় লাগছে তাঁদের। তারপরও সমস্যার শেষ নেই। ট্রেন বাস না থাকার জন্য অনেক সমস্যা হচ্ছে মল্লিকঘাটের ফুলের দোকানি থেকে শুরু করে চাষিদের। পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে আসেন ফুলচাষিরা। বিক্রি না হলে ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। ট্রেন নেই। ফলে গাড়ি করে আসতে হচ্ছে। সময় এবং খরচ -দুই বাড়ছে। মল্লিকঘাটের ফুল ব্যবসায়ী এনামুল মালিক জানান, বিক্রিবাটা মোটেই ভাল নয়। ফুলচাষিরা ফুল নিয়ে আসছেন ঠিকই। তবে অনেককেই তা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে। সেখানকার এক দোকনদার আনসারুদ্দিন জানান, এখান বাজার খুবই খারাপ। কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকা থেকে মল্লিকঘাটে কাজে আসেন রানী সাহা। তিনিও একই কথা জানালেন। আর এক দোকানদার জানাচ্ছেন, রাতের দিকে তা সামান্য বিক্রি হচ্ছে। তবে দিনের বেলার কথা বলার নয়। মল্লিকঘাট ফুলবাজারে রয়েছে ২৪২টি দোকান। হাজার খানেক দোকানদার বসে। তিনবেলা বাজার বসে সেখানে সকাল, দুপুর এবং রাতে। এখন ৫-৬ শতাংশ ফুলচাষি আসছে। মল্লিকঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতি সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন। তিনি জানান, সমস্যা সমাধানে সরকার নিশ্চয়ই কোনও সিদ্ধান্ত নেবে আশা করি। বিক্রেতাদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছি। ক্রেতারা মাস্ক ছাড়া ঢুকতে পারবে না। অনেক সাইকেলে করে আসছে। আগে মানুষ বাঁচবে তাকপর তো ব্যবসা করবে। তিনি জানান, আগে করোনা শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তো গ্রামেও হচ্ছে। আগে এমনও হয়েছে শহর থেকে ফুল বেচে যাঁরা আগে গ্রামে যেতেন, তাঁদের ঢুকতে দিতে চাইতেন না গ্রামবাসী। আগের লকডাউনে থার্মাল চেকিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম।

এদিকে, পুরোলকডাউনের পথে হাঁটতে চায় না রাজ্য সরকার। দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা জানিয়েছিলেন। এখন যেমন বিধিনিষেধ রয়েছে, তেমনই বজায় রাখতে চায় রাজ্য। যাতে মানুষের সমস্যা কমে। নবান্নে তিনি এমনই জানান। তিনি জানিয়েছিলেন, আমরা অনেক বিধিনিষেধ করেছি। লকডাউন না করে লকাডাউনের মতো আচরণ করি, হকারদের সময়। একদম লকডাউন করলে লোকে খেতে পারে না। তাই আমরা একটা টাইম বেঁধে দিয়েছি। আমাদের মাস্ক পরতে হবে। হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে।তিনি আরও জানিয়েছিলেন লোকে তো খাবে বাজার করে। স্বর্ণকারবা চেয়েছিল ১২ টা থেকে ৩ টে। সবাইকে নিখরচায় টিকা দেব। যখনই কেন্দ্র আমাদের দেবে। মানুষ এখন বিপদে। হাজারটা কাজ করতে গেলে একটা ভুল হতে পারে। আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন না। স্বাধীনতার ৭৫ বছরের উৎসব শুরু।

লকডাউনের জন্য এবার গাঁয়ে কোনও উৎসব হচ্ছে না। ধুতির খুট দিয়ে গাম মুছতে মুছতে নাড়ুবাবু বললেন, ব্যাঙ্ক থেকে দু'লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে চাষ করছি। লকডাউন না হলে রথের আগেই টাকা উঠে আসত। সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল। মন খারাপ নাড়ুবাবুর পুত্রপধু কল্যাণীর। জানালেন, রথের সময় ছেলেটাকে নতুন খেলনাপাতি কিছুই কিনে দিতে পারিনি। প্রতি বছর রথের দিন খেলনাপাতি মন্ডা মেঠাই কিনে দিই। ঘরে কররকম খাবার বানাই। গত দু'বছর ধরে যেরকম চলছে। লকডাউন। ব্যবসাপতি বন্ধ। কিচ্ছুটি ভালো লাগছে না। সারাদিন মাঠে পড়ে থেকে কাজ করছি। ফল শূন্য। চোখের কোণ টলমল করে উঠল জল। খেত থেকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম ডাঁই হয়ে আছে চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা। চাষিরা অনেক টাকা ঢেলেছেন জমিতে। সারের দামটুকুও উঠল না। সরকার ক্ষতিপূরণ না দিলে ফুলচাষিরা সত্যিই বিপদে পড়ে যাবেন। বিষ্টু ভৌমিক নামে এক ফুলচাষি জানান, দুই বিঘা জমিতে ফুল চাষ করেছিলেন তিনি। কিন্তু বৃষ্টির কারণে এ বছর সব ফুল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিভাবে সংসার চালাবেন তাই বুঝে উঠতে পারছেন না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনার অভিঘাতে ২১-এর মাধ্যমিকের ফল

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

২০২১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায়, করোনা অতিমারির পরিবেশে, একশো শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। মাধ্যমিক পীরক্ষা নেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার করোনা পরিস্থিতিতে লিখিতভাবে মাধ্যমিক পীরক্ষা নিতে সাহসী হননি। যদিও একটা অভিমত ছিল করোনা সংক্রমণ কমের দিকের থাকাকালীন ছোট করে প্রত্যেক বিষয়েই পীরক্ষা নিতে হবে তাদের অভিমত লিখিত পরীক্ষা নিতে হবে। তাদের অভিমত লিখিত পরীক্ষা নিতে হবে। বিদ্যালয়ের নবম-দশন শ্রেণির নানা পরীক্ষার নানা ফলের উপর নির্ভর করে মাধ্যমিক স্তরে পাশ ফেল ঘোষণা মান্যতা পাবে না অন্যদিকে পরীক্ষার্থীরা কয়েক মাস মাধ্যমিক পীরক্ষা দেওয়ার জন্য পরিশ্রম করেছে, নিজেদের তৈরি করেছে। লিখিত পরীক্ষায় না বসতে পারলে তাদের মনস্তাত্ত্বিক তুষ্টিও হবে না। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে সাহসী পদক্ষেপ নিতে রাজি হননি, তার সঙ্গত কারণ সরকার জনসমক্ষে পেশও করেছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা, জমায়েত পরিহার করা এবং ভিড়হীন যানবাহনের ব্যবস্থা এই তিনটি বিষয়ই করোনার অভিঘাতে, একটা অসম্ভব ব্যবাবার বলে মনে হয়েছে। সরকার বা মধ্যশিক্ষা পর্ষধ এই রিস্ক নিতে চাননি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। এখন অনেক পরীক্ষার্থী পাশ করায়, অনেক সমালোচনা হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে, ড্রপ-আউট কমছে। কিছু সমালোচকের বক্তব্য যে পিছিয়ে পড়া বর্গের ছেলেমেয়েদের পাশ করানোয় জন্যেই প্রশ্ন সহজ করা হচ্ছে, পরীক্ষার খাতা সহজ ভাবে দেখা হচ্ছে। এইসব সমালোচনা অর্থহীন।

এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় আর এইসব গতানুগতিক সমালোচনার সুযোগ নেই বললেই চলে। করোনা অতিমারির আক্রমণে বিধ্বস্ত সমাজ, বিধ্বস্থ জনজীবন। বাজার সীমিত সময় ধরে চলছে, অফিস-কাছারি অল্প কর্মচারি দিয়ে চলছে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কেবল খোলা হাসপাতাল। মানুষ কেবল ভাবছে করোনার হাতছানি থেকে কে কিভাবে বাঁচবে। সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে জীবন-মরণ সমস্যা। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখা লকডাউনের চোখ-রাঙানিতে বলতে গেলে ভব্ধ। এই অবস্থায় কলেজের পরীক্ষা পন্ধ, মাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা করার জন্য যে যন্ত্রপাতি পরয়োজন, তা নেই। এক শিক্ষাবিদের মতে ভারতের প্রায় সত্তর শতাংশ শিক্ষার্থীরই অনলাইনে পড়াশুনার যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষমতা নেই। তাদের কী হবে? এইসব সমস্যা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা এবং পরীক্ষার সঙ্গে জঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে। এই বিষয়ে যত আলোচনা হবে ততই এই সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হবে। ছাত্রদের জীবনের প্রথম পড় পরীক্ষার বিষয়ে আবার আলোচনায় আসতে হলো। কারণ একশোর মাধ্যমিকে পাশ নিয়ে আলোচনা সহজে মিটবে না। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০,৭৯,৭৪১ জন। অবশ্য নবম শ্রেণিতে মাধ্যমিকের জন্য রেডিস্ট্রেশন করেছিল আরও দুই লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী। তারা কেন নবম থেকে দশম শ্রেণি পেরিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করলো না—এটা একটা জিজ্ঞাসা প্রশ্ন। এই প্রশন করতে অনেকেই ফুলে যায়। এই হারিয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীরা কি নবম থেকে দশন শ্রেণির উঠতে পারেনি। অথবা তাদের অনেকেই কি দশম শ্রেণির প্রান্তের টেস্ট পরীক্ষায় আটকে এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের হারিযে যেতে দেওয়া উচিত নয়। তবে এখন এই আলোচনায় যাব না। এই বিষয়ে ভাবতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যে ছাত্রছাত্রীরা প্রায় এগারো লক্ষ কর্ম পুরণ করেছিল তার মধ্যে মেয়েদের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। এই মোট সংখ্যার মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা ৬১৩,৮৪৯ জন। ছাত্র পরীক্ষার্থী থেকে ১৪৭,৯৯৯ জন বেশি। ছাত্র পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪,৬৫,৮৫০ জন। আমাদের সমাজ যে এগিয়ে যাচ্ছে তার একটার নরিখ এই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট জান যাচ্ছে। মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে লিঙ্গ সাম্যের লক্ষ্য অর্জনে। যারা এই কাজের নিয়ামক তারা যে নারী মুক্তির লক্ষ্যে এগুচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এবার পরীক্ষার ফল নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা স্বাকার করে নেওয়া ভালো যে, যে ফরমূলাকে বিত্তি করে মাধ্যমিকে ফলতৈরি করা হয়েছে তার মূলে রয়েছে নবম শ্রেণির পরীক্ষার ফল এবং দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল। এই দুটি পরীক্ষাই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। প্রথম। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার রচিত। এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয় এ বিষয়ে পৃথক। দ্বিতীয় উত্তরপত্রের মূল্যায়ণও বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পৃথক। মূল্যায়ণ সম্বন্ধে পর্ষদের যেমন নির্দেশ থাকে প্রতিটি নম্বরের মূল্যায়ণ সম্বন্ধে, তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেক বিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ধারায় পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করেছেন। নম্বর দিয়েছে। সেই নম্বরের ভিত্তিতেই মাধ্যমিকের ফল তৈরি হযেছে, প্রকাশ হয়েছে। তাই হাজার হাজার বিদ্যালয়ের মধ্যে মাধ্যমিকের না। তাই দেখা যায় বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক ফল ফারাক। কোন বিদ্যালয়ে গতবারের চেয়ে এবারের মাধ্যমিকের ফল খারাপ। যদিও সবাই পাশ। আবার কোন মাধ্যমিকের ফল ভালো। যদিও সবাই পাশ করেছে। করোনা অতিমারির দাপটে এই ধরনের কিছু কিছু বিষয়কে সামাল দেওয়া, দেখা যাচ্ছে, সম্ভব হয়নি। অভিযোগ করা সম্ভব কিন্তু সমাধানের পথ দেখানো কঠিন। কারণ করোনা অতিমারি কাউকে সময় দেয়নি। অনেক বলেছে এই ভাবে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলকে গুরুত্ব দেওয়া মাদ্যমিকের নম্বর কমে গিয়েছে। তাদের যুক্তি, নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীর যতটুকু গুরুত্ব দেয় তারচেয়ে ঢের বেশি গুরুত্ব দেয় মাধ্যমিক পরীক্ষাকে। কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে। কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে তাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। তাই নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা থেকে তারা মাধ্যমিক আরো বেশি নম্বর পাওয়ার আশা করেছিল। তাদের সেই আশায় জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে এই ফরমূলায়। নবম শ্রেণির কম নম্বর নিয়েই, ফল প্রকাশের পরে কলকাতার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা তাদের বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের ধারণা এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্য বরাবর মাধ্যমিক ভাল ফল করা নিবেদিতা গার্লস এবারে মাধ্যমিকে, তাদের দোষে নয়, ভালো ফল করতে পারেনি। এক ছাত্রীর পিতা বলেন, মেয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু এবার বেশিরভাগ পড়ুয়ার খুব ভালো ফল হয়েছে। সেখানে মেয়ে ৬৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে ভাল স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। স্কুলকেই পছন্দের বিষয় নিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। না হলেআমরা স্কুল থেকে মার্কশিট নেব না। এমন হয়েছে কারো পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। পরিস্থিতি তাই বিদ্যালয়ে বিদালয়ে পৃথক। এই নিয়ে ক্ষোভ থকাতে পারে। কিন্তু হঠাৎ করে আসা করোনা অতিমারির সমস্যা প্রশাসনের হাত পা অনেকটাই বেঁধে দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে অনেক ছাত্রছাত্রী পড়া ছাড়তে বাব্য হয়েছে। কারণ করোনায় ধাক্কায় সংসার চালানোটা ওদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই কারণে অনেক নমব-দশম শ্রেণির কিশোর ড্রপআউট করেছে।

এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর উঠেছে ৬৯৭। আর সেই নম্বর পেয়েছে। আর সেই নম্বর পেয়েছে ৭৯ জন। কোন একজন নয়, বহুজন। প্রথম দশটি স্থানের মধ্যেও সেই জনতা রূপ দশের মধ্যে স্থান পেয়েছে ১৩২৮ জন। গতবারে প্রথম দশে স্থান পেয়েছিল ৮৬ জন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ৬০ শতাংশ শতাংশের উপরে নম্বর পেয়েছে ৯০ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এই নয় লক্ষের উপর ছাত্রছাত্রীদের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলোতে। সেটা সম্ভব করতে হবে সরকারের দায়। কিন্তু সেই ভর্তির জন্য যে স্কুলগুলোতে স্থান সঙ্কুলা প্রয়োজন তার ব্যবস্থাপনা অবিলম্বে শুরু করতে হবে। এটা একটা কঠিন সমস্যা। আর যে পরীক্ষার্থীরা তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে অখুশ তাদের লিখিত পরক্ষীর সুযোগ দেওয়া হবে বলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ঘোষণা করেছে। তবে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই এই পরীক্ষা হবে। তার জন্যে পরীক্ষার্থীদের এখন থেকে তৈরি হতে হবে। কিন্তু সেই পরীক্ষার কোন গুরুত্ব থাকবে কি?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার আগরতলায় সিপিএমের র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

ভারত থেকে ৫১ মেট্রিক টন আপেল গেলো বাংলাদেশে

মনির হোসেন,ঢাকা,৯ আগষ্ট।। দীর্ঘ প্রায় ৭-৮ মাস পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে ৫১ মেট্রিক টন আপেল গেলো বাংলাদেশে। শনিবার ও রোববার সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে ৩টি ট্রাকে ৫১ মেট্রিক টন আপেল বাংলাদেশে গেছে।

শনিবার একটি ট্রাকে ১৭ মেট্রিক টন ও রোববার ২টি ট্রাকে ৩৪ মেট্রিক টন আপেল আমদানি হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সোনামসজিদ স্থলবন্দর কাস্টমস-এর সহকারী কমিশনার মমিনুল ইসলাম। স্থলবন্দর সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বরে সোনামসজিদ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আপেল আমদানি হয়। তবে এ মহূর্তে ভারতে আপেলের মৌসুম নয়। ভারত যেহেতু একটি বিশাল দেশ, তাই সেখানকার কোথাও অসময়ে উৎপাদিত আপেল আমদানি শুরু হয়েছে। আগাম জাতের অসময়ের আপেল দীর্ঘদিন পর সোনামসজিদ দিয়ে আমদানি হওয়ায় আপেলের পাইকারি ও খুচরা দামে প্রভাব পড়বে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

গত মঙ্গলবার (০৩ আগস্ট) দায়িত্ব নেয়া সোনামসজিদ স্থলবন্দর সিএ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটির সভাপতি হারুন অর রশীদ বলেন, ভারত অনেক বড় একটি দেশ। একপ্রান্তে শীত, আরেক প্রান্তে বর্ষা, অপরপ্রান্তে গ্রীষ্মকাল। তাই মৌসুম না হলেও এ সময়ে ভারতে আপেল উৎপাদন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বছরের নিদিষ্ট সময়ে একেক রকম পণ্য আমদানি হয়। কিন্তু কয়েকমাস পর সোনামসজিদ দিয়ে হঠাৎ আপেল আমদানি শুরু হয়েছে। অসময়ের এই আপেলের আমদানি শুরু হওয়া ভালো একটি ব্যাপার। এগুলো অগ্রিম জাতের ভারতীয় আপেল আমদানি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের ফলের পাইকারী ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান জানান, বাজারে ভারতীয় আপেলের সরবরাহ থাকে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টায় ভারতে আপেল উৎপাদন হয়। তবে এর কয়েক মাস পরেও কোল্ড স্টোরেজের আপেল আমদানি হয়। বাংলাদেশে বছরের বাকি সময়টাতে চীন থেকে আমদানিকৃত আপেল বাজারে থাকে। এমনকি বর্তমান সময়েও বাজারে চীনের আপেল সরবরাহ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মৌসুমের সময় ভারতীয় আপেল আমদানি হয় তখন দাম কমে ১১০-১২০ টাকা কেজি হয়। তবে বর্তমান বাজারে আপেলের দাম কেজিপ্রতি ১৮০-২০০ টাকা। অসময়ে যদি ভারতীয় আপেল আমদানি শুরু হয়, তাহলে অবশ্যই দাম কমবে।

সোনামসজিদ স্থলবন্দরের পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের ম্যানেজার (অপারেশন) কামাল হোসেন জানান, সাধারণত এই সময়ে ভারত থেকে আপেল আমদানি হয় না। তবে আমাদের ধারণা আগাম জাতের আপেল আসা শুরু হয়েছে। আর দু-এক মাস পর থেকে পুরোদমে আপেল আমদানি শুরু হতে পারে।

সোনামসজিদ স্থলবন্দর কাস্টমস-এর সহকারী কমিশনার মমিনুল ইসলাম বলেন, আমরা শুনেছি, ভারতে অসময়ে আপেল চাষাবাদ শুরু হয়েছে। তাই এই সময়ে ভারত থেকে আপেল আমদানি শুরু হয়েছে। সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে সর্বশেষ অক্টোবর-নভেম্বরে আপেল আমদানি হয়েছে। গত শনিবার (০৭ আগস্ট) সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে ১০ হাজার ২৪৫ মেট্রিক টন ও রফতানি হয়েছে ৩৫ মেট্রিক টন পণ্য। রোববার (০৮ আগস্ট) ৮ হাজার ৮৫৬ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হলেও রফতানি হয়নি। প্রসঙ্গত, সোনামসজিদ স্থলবন্দরে ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ৭০৭ কোটি ৮০ লাখ ৬ হাজার টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭৩ কোটি ৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতির মধ্যেও যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৩৪ কোটি ৭৪ লাখ ৬১ হাজার টাকা বেশি।

প্রয়োজনে ফের কঠোর লকডাউন হবে, বাংলাদেশের সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

ঢাকা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : আবারও কঠোর লকডাউনের পথে যেতে চলেছে বাংলাদেশ। সোমবার এমনই ইঙ্গিত দিলেন বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, মানুষের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে সরকার লকডাউন শিথিল করছে, তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় আবারও কঠোর লকডাউন ঘোষণা হবে।

করোনার সংক্রমণ ঊর্ধগতি ঠেকাতে চলমান কঠোর বিধিনিষেধ শিথিল করেছে বাংলাদেশ সরকার। আগামী ১১ আগস্ট থেকে বিধিনিষেধ শিথিল করার কথা ঘোষণা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শপিংমল, মার্কেট, দোকানপাট খোলা থাকবে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।সড়কপথে মোট যানবাহনের অর্ধেক চলাচল করবে। হোটেল-রেস্তোরাঁ অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব সরকারি-বেসরকারি অফিস খোলা থাকবে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় আবারও কঠোর লকডাউন ঘোষণা হবে বলে জানান বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সোমবার তেজগাঁও সড়ক ভবনে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, মানুষের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে সরকার লকডাউন শিথিল করছে, তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় আবারও কঠোর লকডাউন ঘোষণা হবে। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কিসান সম্মান নিধির নবম কিস্তি, কৃষকরা পেলেন ১৯,৫০৯ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি যোজনার নবম কিস্তিতে ১৯,৫০৯ কোটি টাকা পেলেন দেশের অন্নদাতারা। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি যোজনার নবম কিস্তি হিসেবে দেশের ৯.৭৫ কোটি কৃষককে ১৯,৫০৯ কোটি টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি যোজনার অধীনে, সুবিধাভোগী কৃষক পরিবারকে ৬ হাজার টাকার বার্ষিক আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। সোমবার দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ৯.৭৫ কোটি কৃষককে ১৯,৫০৯ কোটি টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে কৃষকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেছেন, মহামারী পরিস্থিতিতে কৃষকদের ক্ষমতা আমরা দেখেছি। রেক্টর পরিমান উৎপাদনের মধ্যে, কৃষকদের সমস্যা কমানোর চেষ্টা করেছে সরকার। বীজ ও সার সরবরাহ করার পাশাপাশি কৃষকদের তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যেতেও সাহায্য করেছে সরকার।'হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অত্যন্ত অসংবেদনশীল হয়ে উঠেছে : হরসিমরত

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ আনলেন শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অত্যন্ত অসংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেছেন, কৃষকদের মতোই তাঁদের কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখছে সরকার। তিনটি কৃষি আইন নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন দেশের অন্নদাতারা। সংসদে কৃষি আইন নিয়ে আলোচনার দাবি জানাচ্ছে অকালি দল।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার সংসদ চত্বরে শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল বলেছেন, 'অন্নদাতারা যখন প্রতিদিন মারা যাচ্ছেন, তখন সমস্ত কিছু থামিয়ে, আরও মৃত্যু রুখতে কালা আইন নিয়ে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু, আমি দুঃখিত যে সরকার অত্যন্ত অসংবেদনশীল হয়ে উঠেছে, বিগত ১৩ মাস ধরে যেভাবে কৃষকদের কণ্ঠস্বরকে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে, সেভাবে আমাদের কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

দিল্লিতে সক্রিয় রোগী কমে ৪৯৮, করোনা-আক্রান্ত আরও ৩৯ জন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, কমে গিয়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৯ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮০০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৬৭ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১১ হাজার ২৩৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৭৬ জন। সোমবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪৯৮ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.০৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

মধ্য আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগ হেলিকপ্টারের, সৌভাগ্যবলে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব

গুয়াহাটি, ৯ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটি থেকে যাচ্ছিলেন বাকসা জেলার অন্তর্গত তামুলপুরে। কিন্তু মধ্য আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগের সৃষ্টি হলে জরুরি অবতরণ করতে হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত পরিবাহী হেলিকপ্টারকে। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। সৌভাগ্যবলে সকলেই সুরক্ষিত, জানা গেছে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে। আজ সোমবার সকালে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে অবস্থিত গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিভাগীয় চার আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে নিম্ন অসমের বাকসা জেলার তামুলপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। আকাশে উড়ানের প্রায় দু-তিন মিনিট পর হেলিকপ্টারে যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে। বিচক্ষণ পাইলট সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারটির গতিপথ বদল করে ফের গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করান। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে তামুলপুরে প্রস্তাবিত নতুন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্থান পরিদর্শন করার কথা ছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর।

জঙ্গি কার্যকলাপ রুখে দিল বিএসএফ, পুঞ্চে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

জম্মু, ৯ আগস্ট (হি.স.): স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জম্মু-কাশ্মীরে বড়সড় জঙ্গি কার্যকলাপ রুখে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় জঙ্গিদের গোপন ডেরা থেকে প্রচুর পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে বিএসএফ। জঙ্গিদের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু'টি একে-৪৭ রাইফেল, চারটি একে-৪৭ ম্যাগাজিন, একটি চিনা পিস্তল, ১০টি পিস্তলের ম্যাগাজিন ও অন্যান্য বেআইনি সামগ্রী।

জম্মুতে বিএসএফ-এর পিআরও জানিয়েছেন, সোমবার পুঞ্চ জেলার সাঙ্গাদ গ্রামের জঙ্গলে অভিযান চালায় বিএসএফ, সেনাবাহিনী ও পুঞ্চের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। ওই অভিযানেই জঙ্গিদের গোপন আস্তানা থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় দু'জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

৬৩ বছরে প্রয়াত অভিনেতা অনুপম শ্যাম, দীর্ঘদিন ছিলেন অসুস্থ

মুম্বই, ৯ আগস্ট (হি.স.): প্রয়াত হলেন টেলিভিশন অভিনেতা অনুপম শ্যাম। গত সপ্তাহে কিডনি সংক্রমণের কারণে মুম্বইয়ের শহরতলি গোরেগাঁওয়ের একটি হাসপাতালে (লাইফলাইন হাসপাতাল) ভর্তি হয়েছিলেন অভিনেতা অনুপম শ্যাম, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ায় সোমবার শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে জনপ্রিয় এই অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

অনুপম শ্যামের মৃত্যুতে গভীরভাবে ব্যথিত তাঁর বন্ধু ও অভিনেতা যশপাল শর্মা। যশপাল জানিয়েছেন, 'আমি জানতে পারি অনুপম আর নেই। তাই হাসপাতালে ছুটে আসি, দেখি তখনও সে বেঁচেছিল। ৪ দিনের জন্য অনুপম হাসপাতালে ছিল। হাই ব্লাড সুগার ছিল অনুপমের, নিজের শেষ ছবির শুটিংয়ের সময় ইঞ্জেকশনও নিতে দেখা যেত তাঁকে।' যশপাল জানিয়েছেন, মৃত্যুর সময় অনুপম শ্যামের পাশেই ছিলেন তাঁর দুই ভাই, অনুরাগ ও কাঞ্চন।

৬৩ বছর বয়সী অনুপম শ্যাম জনপ্রিয় টিভি শো "মন কে আওয়াজ : প্রতিজ্ঞা"-তে নিজের কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও "স্ল্যামডগ মিলিওনিয়ার" ও "বান্ডিট কুইন" ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। দীর্ঘ তিন-দশকের অভিনয় জীবনে "সত্য", "দিল সে", "লাগান"-প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গুজরাটে রাস্তার ধারে বাড়িতে ঢুকে পড়ল ট্রাক, ঘুমের মধ্যেই মৃত ৮

আমরেলি, ৯ আগস্ট (হি.স.): গুজরাটের আমরেলি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ল ট্রাক। ট্রাকের ধাক্কায় ও চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। সোমবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আমরেলি জেলার বাধাদা গ্রামে। মৃত ৮ জনের মধ্যে দু'জনের বয়স ৮ ও ১৩। দুর্ঘটনায় দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আমরেলির পুলিশ সুপার নির্লিপ্ত রাই জানিয়েছেন, ভোররাত তখন ২.৩০ মিনিট হবে, ঝিমুনি এসে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ট্রাকের চালক। মুহূর্তের মধ্যেই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাধাদা গ্রামে, রাস্তার ধারে বাড়িতে (কুঁড়েঘর) ঢুকে পড়ে। তখন ওই বাড়ির সদস্যরা ঘুমিয়ে ছিলেন, ট্রাকের ধাক্কায় ও চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। দু'জনকে সঙ্কটজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাপসাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরের ভিড় নিয়ে উদ্বেগ, ভক্ত সমাগমে শিকেয় কোভিড-বিধি

বারাণসী, ৯ আগস্ট (হি.স.): যেই ভয়টা ছিল, সেটাই হল। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার শিব-ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ল বারাণসীর কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরে। প্রতি ১০০ জনের মধ্যে একজনের মুখে হয়তো মাস্ক দেখা গিয়েছে। তাও আবার থুতনির নীচে। করোনা-বিধিকে উপেক্ষা করেই ভগবান শিবের মাথায় জল দেওয়ার লাইনে দাঁড়ান ভক্তরা। পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে করোনা-বিধি মেনে চলার জন্য বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু, কে কার কথা শোনে!

এই সোমবার ছিল শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার। প্রত্যাশা ছিলই যে কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরে ভিড় হবে ভক্তদের, কিন্তু এদিন সকালে দেখা ভিড় ছিল প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে। সবথেকে বেশি চিন্তার বিষয় হল, বহু মানুষের মুখেই মাস্ক দেখা যায়নি। সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলা তো দূরের কথা! কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরের এই ভিড় ভীষণ চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশাসনের।

সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে, ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু কমে ৩৮৮

রিও ডি জেনেইরো, ৯ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এল, স্বস্তি দিয়ে কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৩৮৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৬৩ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৮৯৩ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,১৬৫,৬৭২ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ১৩,৮৯৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ২০,১৬৫,৬৭২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৮৮ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৭০ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,৯০৭,২৪৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬,৯৪, ৯৫৯ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সংসদ ফের উত্তাল, দুপুর বারোটা অবধি মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): পেগাসাস নিয়ে বিরোধী সাংসদদের স্লোগান, হইচই থামছেই না সংসদে। পেগাসাস-সহ অন্যান্য ইস্যুতে সোমবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস প্রোজেক্ট মিডিয়া রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভায় সরব হন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচই ও স্লোগানের কারণে প্রথমে বেলা ১১.৩০, এবং পরে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন।

লোকসভার পাশাপাশি এদিন রাজ্যসভাতেও ব্যাপক হইচই করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। পেগাসাস নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন দলবদ্ধ বিরোধীরা। তাই দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

অসমে শিথিল কোভিড-কারফিউ, মঙ্গলবার থেকে নয়া এসওপি আন্তঃজেলা জনপরিবহণে নিষেধাজ্ঞা বহাল, ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

বঙাইগাঁও (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : ধীরে ধীরে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে অসমে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল মঙ্গলবার ১০ আগস্ট ভোর পাঁচ (৫:০০)-টা থেকে বলবৎযোগ্য নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) ঘোষণা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। আজ সোমবার বঙাইগাঁও জেলা হাসপাতালে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নয়া এসওপি ঘোষণা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিডের বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক উন্নত না হওয়ায় আন্তঃরাজ্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা যথারীতি বলবৎ থাকবে। তবে পরিস্থিতির ওপর বিবেচনা করে আগামী ১৬ আগস্ট থেকে আন্তঃরাজ্য যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হতে পারে, জানান মন্ত্রী মহন্ত। নয়া এসওপি বা কোভিড সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ অনুযায়ী, দিবাভাগে কোভিড কারফিউ কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। তবে রাতে যথারীতি কোভিড-কারফিউ বহাল থাকবে। গোলাঘাট এবং লখিমপুর জেলা ছাড়া রাজ্যের সব জেলায় সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে পরেরদিন ভোর ৫:০০টা পর্যন্ত কারফিউয়ের সময়সীমা কমানো হয়েছে। গোলাঘাট এবং লখিমপুর জেলায় পূর্ববর্তী বেলা একটার পরিবর্তে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বেলা ২:০০টা থেকে পরের দিন ভোর ৫:০০টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকবে।

মন্ত্রী জানান, আন্তঃজেলা যাত্রীপরিবাহী বাস চলাচলে নিষেধাজ্ঞাও বলবৎ থাকবে। তবে জেলার ভিতরে চলাচলকারী যানবাহন মোট আসনের ৫০ শতাংশ আসনে সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পরিধান ইত্যাদি কোভিড বিধি মেনে যাত্রী নিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সব জেলায় সন্ধে ৫:০০টা পর্যন্ত সবধরনের কার্যালয়-কর্মক্ষেত্র, হোটেল-রেস্টুরেন্ট-ধাবা, ব্যবসায়িক-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিক্রয় কেন্দ্র, শোরুম, মুদি দোকান, শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদির দোকানপাট খোলা থাকবে।

কেশব মহন্ত জানান, বিবাহ, মৃতদের সৎকার, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ইত্যাদিতে ১০ জনের বেশি মানুষ যাতে সমবেত না হন, সে ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। তবে জেলাগুলিতে জরুরিকালীন পরিষেবা, অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দোকান, দুধ, পানীয় জল, ওষুধের দোকান ইত্যাদির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। এছাড়া, রেলওয়ে স্টেশন এবং বিমানবন্দরগুলিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল যাত্রীকে বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী টেস্টিং করা হবে।

তিনি বলেন, দেশি-বিদেশি মদ বিক্রি এবং দেশি মদ তৈরির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী এসওপি অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেবেন আবগারি কর্তৃপক্ষ। এছাড়া গত ২ আগস্ট জারিকৃত এসওপি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় যেমন জোড়-বেজোড় নিয়মে যানবাহন চলাচল, কন্টেনমেন্ট জোনে চলাচল, বিধিনিষেধ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে।

তবে রাজ্যের সর্বস্তরের জনতাকে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান, হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার এবং দূরত্ব বজায় রাখতে আবেদন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

কুন্দুজ-সহ দুই প্রাদেশিক রাজধানীর দখল নিল তালিবান জঙ্গিরা

কাবুল, ৯ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানে ধাপে ধাপে আফগান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে একেকটি এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়িয়েই চলেছে তালিবান জঙ্গিগোষ্ঠী। এবার কুন্দুজ প্রদেশ দখল করে নিজেদের পতাকা লাগিয়ে দিল জঙ্গিগোষ্ঠী। কুন্দুজ দখলের ঠিক কয়েকঘণ্টার মধ্যে আবার পাশের সর-ই-পুলেও থাবা বসাল তালিবানি জঙ্গিরা। এই দুটিই প্রাদেশিক রাজধানী শহর। কুন্দুজ পুনরুদ্ধারে নেমেছে কমান্ডো বাহিনী। যুদ্ধবিধ্বস্ত 'কাবুলিওয়ালা'র দেশ থেকে মার্কিন সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পর থেকেই ফের তালিবানি অত্যাচারের মুখে পড়েছেন আফগানিরা। সপ্তাহখানেক লড়াইয়ের পর রবিবার বিকেল নাগাদই কুন্দুজ প্রদেশ নিজেদের দখলে আনে তালিবান জঙ্গিগোষ্ঠী। এ নিয়ে দেশের মোট চারটি বড় প্রাদেশিক রাজধানী এল তাদের দখলে। প্রাদেশিক কাউন্সিলের সূত্র অনুযায়ী, গভর্নরের কার্যালয়, পুলিশের সদর দফতর এবং মূল কারাগারের দখল নেওয়ার পর জঙ্গিরা ৫০০ জন জেলবন্দিকে ছেড়ে দিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকায় কারারুদ্ধ হয়েছিল। এখন কুন্দুজ তালিবানদের দখলে আসায় মুক্তি পেল। এই মুহূর্তে কুন্দুজের যা পরিস্থিতি তাতে স্রেফ এখানকার বিমানবন্দর এবং সেনাবাহিনীর মূল ব্যারাকটিই আফগান সেনার অধীনে রয়েছে। বাকি শহরের সবটাই কবজা করেছে জঙ্গিরা।

কুন্দুজ একাধিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগলিক অবস্থান, ঐতিহ্য, জনসংখ্যার নিরিখে কুন্দুজের গুরুত্ব একাধিক। বরাবর তালিবানদের টার্গেট এই প্রদেশটি। এর আগে ২০১৫ সালেও একবার এর দখল নিয়ে পতাকা উড়িয়েছিল তালিবান জঙ্গিগোষ্ঠী। উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় প্রদেশ কুন্দুজের জনসংখ্যা সাড়ে ৩ লক্ষ ছুঁইছুঁই। সকলেই এখন তালিবানিদের ভয়ে কাঁটা। তবে কুন্দুজ এত সহজে তাদের হাতে ছেড়ে দেবেন না আফগান সেনা। তা পুনরুদ্ধারে নেমেছে কমান্ডো বাহিনী। ইতিমধ্যে তাদের হামলায় প্রায় ৬০০ জন তালিবান জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি বাহিনীর।

মোদী সরকারকে টুইটে আক্রমণ ডেরেকের

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : "সংসদের নিয়ম ভেঙে দু'বছরের বেশি সময় ধরে লোকসভার ডেপুটি স্পিকারের নির্বাচন হয়নি।" সোমবার লোকসভার ডেপুটি স্পিকারের নির্বাচন ঘিরে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে এই ভাষাতে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন।

ডেরেকের অভিযোগ, দু'বছরের উপর ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন হয়নি। বার বার বিরোধীদের কাছে পরাস্ত হচ্ছে বিজেপি সরকার। সোমবার টুইট করে তিনি বলেন, 'বিজেপি সরকারের প্রতিরোধ দুর্বল হওয়ায় বিরোধীরা সংসদে বার বার গোল দিচ্ছে। সংসদের নিয়ম ভেঙে দু'বছরের বেশি সময় ধরে লোকসভার ডেপুটি স্পিকারের নির্বাচন হয়নি।'

নিজের টুইটের সঙ্গে একটি পরিসংখ্যানও দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। সেখানে পূর্ববর্তী সরকারের সময় ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করতে কত দিন লেগেছিল তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৬ অগস্ট পর্যন্ত ৭৮২ দিন ধরে লোকসভায় ডেপুটি স্পিকারের নির্বাচন হয়নি। অর্থাৎ দ্বিতীয় বারের জন্য মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ডেপুটি স্পিকারের নির্বাচন হয়নি বলেই অভিযোগ করেছেন ডেরেক।

এর আগে, রবিবার আরও একটি ভিডিও

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

চোখের পলক কেন ফেলি?

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম থেকে জাগার পর থেকে ফের ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুরো সময় অধিকাংশ মানুষ প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বার চোখের পলক ফেলে। অর্থাৎ ঘন্টায় চোখের পলক ফেলে ১,২০০ বার। কিন্তু অমরা অনেকেই জানি না, চোখ খোলা বা বন্ধ থাকলে কি হয়!

চোখের মণি পরিষ্কার এবং চোখেরআদ্রতা ধরে রাখতে আমরা পলক ফেলি। এর বাইরেও কিছু শারীরিক এবং মানসিক বিষয় খুঁজে বের করেছেন গবেষকরা।

দৃস্টি সুনির্দিষ্ট করতে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে আমরা চোখের পলক ফেলি। এতে আমাদের দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। 'আমাদের চোখের পেশিগুলো তেমন সতর্ক নয়। ক্রমাগতভাবে আমাদের চোখ বাইরে থেকে তথ্য নিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায়। পলক ফেললে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়'' বলেন প্রধান গবেষক গেরিট মস।

তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে চোখের পলক ফেলার আগে এবং পরে আমাদের দৃষ্টিতে পার্থক্য হয়। একই সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়।

তথ্য সমন্বয় করতে

একটু পেছনের কথা, গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানির এক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করেন আমাদের চোখের নড়াচড়ায় মস্তিষ্ক তথ্য সমন্বয় করে। বিষয়টি এতোদিন সম্পূর্ণ অজানা ছিলো আমাদের কাছে।

পরিবর্তন লক্ষ্য করতে

চোখের পলক ফেলার পরই আমরা নতুন বিষয় লক্ষ্য করি। পলক ফেললে আমাদের স্নায়ুতে নতুন সংকেত যায়। এভাবে আমাদের সামনে থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে নতুন কিছু লক্ষ্য করি আমরা, যা হয়তো সামনে থাকার পরও লক্ষ্য করা হয়নি।

মৃত্যুর কারণ হতে পারে মোবাইলের ওয়াইফাই!

রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলটা হয় বিছানা থেকে কিছুটা দূরে রাখবেন বা সেটা বন্ধ করে রাখবেন। কেননা, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ ভয়ঙ্কর ক্ষতির করণ হতে পারে। সম্প্রতি উত্তর জাটল্যান্ডের নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন রকমের শাকের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ প্রাণের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্টই উতসাহিত ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইডেনের গবেষকরা। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চালাতে চেয়েছেন স্টকহলমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট গবেষক ওলে জোহানসন। তিনি বেলজিয়ান অধ্যাপক মারি-ক্লেয়ার কামার্তকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটা আবার করতে চেয়েছেন। পরীক্ষাটা যারা চালিয়েছে সেই ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লি নিয়েলসন জানিয়েছেন, ৪০০ রকমের শাকের বীজের ওপর তারা পরীক্ষাটা চালিয়েছেন। দু''টি আলাদা ঘরে একই তাপমাত্রায় ৬টি ট্রেতে ওই শাকের বীজগুলিকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন ধরে ওই দু''টি ঘরে রাখা শাকের বীজগুলিকে সম পরিমাণ জল আর সূর্যালোক দেওয়া হয়েছিল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য। তাদের মধ্যে শাকের বীজ রাখা রয়েছে এমন ৬টি ট্রে''কে রাখা হয়েছিল দু''টি ওয়াইফাই রাউটারের কাছাকাছি। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে যতটা বিকিরণ আসে, ওই ওয়াইফাই রাউটারগুলি থেকে বিকিরণ আসে ততটাই। ১২ দিন পর দেখা গেল, ওয়াইফাই রাউটারের কাছে রাখা শাকের বীজগুলি মোটেই বাড়েনি। তাদের বেশির ভাগই হয় শুকিয়ে গিয়েছে বা মরে গেছে। আর যে শাকের বীজ ভরা ট্রে''গুলির ধারে কাছে কোন ওয়াইফাই রাউটার ছিল না, সেগুলি খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে জল আর সূর্যালোক পেয়ে।নবম শ্রেণির যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাটা চালিয়েছে, তাদের আর এক জন ম্যাথিল্ডে নিয়েলসন বলেছেন, এটাই প্রমাণ করেছে, ওয়াইফাই বা মোবাইলের বিকিরণ প্রাণের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। তাই আমাদের পরামর্শ, ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয় মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন বা বিছানায় রাখতে হলে সেটাকে বন্ধ করে রাখুন। না হলে তা মস্তিষ্ক বা শরীরের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

প্রভাস ও রানার বিপরীতে দক্ষিণী ছবি দিয়ে অভিষেক হচ্ছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহরুখ পুত্র আরিয়ান কবে ডেবিউ করছেন এনিয়ে বি-টাউনের জল্পনা চলছেই। শোনা যাচ্ছে হলিউড বা বলিউড নয়, আরিয়ান কেরিয়ার শুরু করতে চলেছেন দণী ছবির (টলিউড) হাত ধরে। পরিচালক গুণাশেখর এর পরিয়ড ফিল্ম ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ানকে।সূত্রের খবর, ''বাহুবলী''র পর ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিটি দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডিস্ট্রির অন্যতম বিগ বাজেটের ছবি হতে চলেছে। ''বাহুবলী'' খ্যাত দুই তারকা প্রভাস ও রানা দগ্ধুবাতিকে দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে এই ছবিতে। খুব সম্ভবত রানা দগ্ধুবাতি ''হিরণ্যকশিপু''র চরিত্রে অভিনয় করবেন। পাশাপাশি, ''বাহুবলী'' খ্যাত গুই নায়িকা অনুষ্কা শেট্টি ও তমন্না ভাটিয়াকেও দেখা যেতে পারে এই ছবিতে। আর এই ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিরই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানকে।

যদিও ছবির কাস্টিং নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ পরিচালক গুণাশেখর। তাঁর কথায় অবশ্য, চরিত্রগুলির জন্য কোন কোন অভিনেতাকে বেছে নেওয়া হবে তিনি এখনও সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন নি।অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই হলিউড ফিল্ম ''দ্যা লায়ন কিং''-এর হিন্দি ভার্সনের জন্য সিম্বার ভূমিকায় গলা দিয়েছেন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান। সিম্বার বাবা মুফাসার জন্য গলা দিয়েছেন শাহরুখ। এই দুই গলা শুনে বাবা ও ছেলের গলার পার্থক্য করা দায় হয়ে উঠেছে দর্শকদের। আরিয়ানের গলাকেই অনেকে শাহরুখের গলা ভেবে ভুল করছেন।কিছুদিন আগে অবশ্য শোনা গিয়েছিল, হলিউডের কোনও সুপার হিরো জনারের ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ান খানকে। রুশো ব্রাদার্সের পরিচালনায় মার্ভেল সিরিজের কোনও ছবিতে আরিয়ানকে দেখা যেতে পারে।। এবিষয়ে শাহরুখ নিজেও হলিউডের বিভিন্ন প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদেরকে ছেলের ছবি দেখিয়েছেন বলেও শোনা গিয়েছিল। যদিও আবার এও শোনা যাচ্ছে, শাহরুখের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু আরিয়ানকে সুপার হিরো ছবি দিয়ে ডেবিউ করতে নিষেধ করছেন। ত শোনা গিয়েছিল হলিউডের ছবিতে কাজ করতে আরিয়ান নাকি ভীষণভাবে ইচ্ছুক।

শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

শীতকালে দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাঁটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পা।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝরি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত।

গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি ।এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র।

আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধুমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়।

শ্রাবণ মাসে ভোলে বাবার আরাধনায় মেতে উঠেছেন শিব ভক্তরা। ছবি ঃ নিজস্ব

ডিমা হাসাওয়ে পানীয় জল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকারান্তরে স্বীকার, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি কং-এর

হাফলং (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে পানীয় জল প্রকল্পে যে দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে এ-নিয়ে এবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে ক্ষমতাসীন বিজেপি সদস্য এবং পরিষদে বিরোধী কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসার বাগযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। আজ সোমবার বিকেলে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে ডিমা হাসাও জেলার ১৯৮টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল তাতে সংগঠিত দুর্নীতি নিয়ে আরও একবার সরব হয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ড্যানিয়েল লাংথাসা বলেন, গত ৪ আগস্ট সর্বশিক্ষা অভিযানের জেলা মিশন কোঅর্ডিনেটর বীরেনসিং ইংতি এবং জেলা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকানন্দ পাল সাংবাদিক সম্মেলন করে বিবৃতি দিয়েছিলেন, গত ২৭ জুলাই পার্বত্য পরিষদের অধিবেশনে এই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে যে তথ্য দেওয়া হয়েছিল সর্বশিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকে ওই তথ্যে কিছুটা ত্রুটি ছিল। কারণ টেকনিক্যাল স্টাফ কম থাকায় তথ্য দিতে গিয়ে কিছু ভুল হয়েছিল বলে জেলা মিশন কোঅর্ডিনেটর ও জেলা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদত্ত বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে ড্যানিয়েল লাংথাসা বলেন, এই বিবৃতির মাধ্যমেই জেলা মিশন কোঅর্ডিনেটর ও জেলা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার স্বীকার করে নিয়েছেন, এই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে সম্পূর্ণ এক ভুল তথ্য দিয়েছিল সর্বশিক্ষা অভিযান।

ড্যানিয়েলের প্রশ্ন, জেলা মিশন কোঅর্ডিনেটর ও জেলা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে যেহেতু ভুল তথ্য দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন, তা-হলে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা ও পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সদস্য নন্দিতা গারলোসা কেনও এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না বা এ-নিয়ে কোনও তদন্ত করা হল না, প্রশ্ন তুলেন পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা।

তাছাড়া তিনি বলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বশিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এই পানীয় জল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করার পর কোভিড অতিমারির জন্য রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করার দরুন কাজ হয়নি। এ প্রসঙ্গে ড্যানিয়েল বলেন, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আসার পর এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেনি। কিন্তু জেলা মিশন কোঅর্ডিনেটর ও জেলা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন, অভিযোগ করেন কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা।

সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সদস্য ডিমা হাসাও জেলায় সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে জলের প্রকল্প নিয়ে আরও একবার সরব হয়ে বলেন, এই প্রকল্পে জেলার অনেক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্য শতাংশ কাজ হয়নি। তিনি বলেন, সর্বশিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকে যে সব বিদ্যালয়ে ৪০, ৫০ এবং ৮০ শতাংশ কাজ হয়েছে বলে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাই এর বিরুদ্ধে জেলা মিশন কোঅর্ডিনেটর এবং জেলা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা।

কিশত্বরে ধৃত দুই হিজবুল জঙ্গি, অনন্তনাগে সন্ত্রাসী হামলার দম্পতি জখম

শ্রীনগর, ৯ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর জালে ধরা পড়ল দু'জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি। ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে পিস্তল ও গুলি। ডোডা/কিশত্বর/রামবান রেঞ্জের ডিআইজি উদয়ভাস্কর বিল্লা জানিয়েছেন, ৫-৬ আগস্ট মধ্যরাতে আমরা জানতে পারি দুই জঙ্গি নিখোঁজ, সম্ভবত তারা জঙ্গি কার্যকলাপে যোগ দিয়েছে। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফ-এর যৌথ বাহিনী।

অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরে ফের সক্রিয় হয়ে উঠল জঙ্গিরা। সোমবার জান্নু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় দম্পতিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। অনন্তনাগ জেলার লাল চকের ঘটনা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে স্বামী ও স্ত্রীকে।

সিরিয়ার পুনর্গঠনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে ইরান

দামাস্কাস, ৯ আগস্ট (হি.স.) : সিরিয়ার পুনর্গঠনে তৎপর ইরান। সিরিয়ায় উপকূলীয় শহর লাতাকিয়ায় একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছে ইরান। সন্ত্রাসী হামলায় বিধ্বস্ত আরব দেশ সিরিয়ার পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

এক দশকের বেশি সময় ধরে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে। সন্ত্রাসী হামলায় বিধ্বস্ত সিরিয়ার পুনর্গঠনের কাজ করছে ইরান। ইরানের মাপনা গ্রুপ সেখানে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য লাতাকিয়া শহরের বেশ কয়েকটি গ্যাস টারবাইন নেওয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়- বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে ভারী যানবাহন প্রবেশ করছে লাতাকিয়া শহরে।

২০১১ সালে যখন সিরিয়ায় সন্ত্রাসীবাদীরা হামলা শুরু করে তখন থেকে ইরান দামেস্ক সরকারকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছে। এক দশকের বেশি সময় ধরে চলা এ যুদ্ধের কারণে সিরিয়া যে সংকটে পড়েছে তা মোকাবেলার জন্য ইরান নানা ধরনের পণ্য পাঠাচ্ছে দেশটিতে। ইরান এখন বছরে ১০০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করছে সিরিয়ায়।

পাশাপাশি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়নের সড়কে ফিরিয়ে আনার কাজ করছে ইরান।

করিমগঞ্জের হরিনগর নবোদয় বিদ্যালয়ে ভরতি-পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহের আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার হরিনগরে অবসিত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভরতির জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে আহ্বান জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

ছাত্রছাত্রীদের বাছাই পরীক্ষা আগামী ১১ আগস্ট বুধবার করিমগঞ্জ জেলার সাতটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। সম্পূর্ণ কোভিড নীতি-নিয়ম মেনে বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বেলা ১-টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত রামকৃষ্ণনগরের রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আনিপুরের নারায়ণ নাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, নিভিয়ার বুধন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, নিলামবাজার এসভি বিদ্যানিকেতন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, করিমগঞ্জ শহরের করিমগঞ্জ হাই মাদ্রাসা এবং ভাঙ্গা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, যদি কোনও পরীক্ষার্থী এখনও প্রবেশপত্র সংগ্রহ না করে থাকে, তা-হলে নিজ নিজ এলাকায় নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষের কাছ থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়া প্রবেশপত্র হরিনগরের জওহর নবোদয় বিদ্যালয় থেকেও সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে। পাশাপাশি https://cbseitms.nic.in-dex.aspx লিংকে গিয়ে ক্লিক করেও প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা যাবে, জানিয়েছেন হরিনগর জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

করিমগঞ্জে যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু ত্রিপুরার বাসিন্দা লরি চালকের

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় বেঘোরে প্রাণ হারালেন এক লরি চালক। ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ বাইপাস সংলগ্ন মোবারকপুর এলাকায় সোমবার সকাল আনুমানিক ১১টা নাগাদ। লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ডোবায় পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে সে-সময় কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকার দরুন দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। নিহত লরি চালকের নাম নারায়ণ দেবনাথ। তাঁর মূল বাড়ি প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরায় বলে জানা গিয়েছে। তবে কর্মসূত্রে নারায়ণ করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন সরিষা এলাকায় ভাড়া থাকতেন। আজ সকাল বেলা বাইপাস দিয়ে তীব্রগতিতে ট্রাক চালিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর স্থানীয় মানুষের নজরে পড়ে একটি লরি সড়কের পাশে ডোবায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয়রা তৎপরতার সঙ্গে চালককে উদ্ধার করে করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু ততক্ষণে চালক নারায়ণ দেবনাথের মৃত্যু ঘটে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিগত কয়েকদিন থেকে বাইপাস এলাকায় নিয়মিত ভাবে দুর্ঘটনা ঘটে চলছে। একের পর এক মানুষ অকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন। সম্প্রতি সাবিত্রী পূজার দিন এই বাইপাস এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় দুই যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া ছোট-খাটো দুর্ঘটনা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঘটেই চলছে। বাইপাস এলাকা সহ জাতীয় সড়কে অহরহ প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা এড়াতে কঠোর ব্যাবস্থা অবলম্বনে সচেতন মহল প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি উত্থাপন করেছেন।

আগরতলায় তৃণমূলের অভিযানকে ভিডিও সহ বক্রোক্তি তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : আগরতলায় তৃণমূলের অভিযানকে ভিডিও সহ বক্রোক্তি করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তিনি লিখেছেন, 'হৈ হৈ কান্ড ! রৈ রৈ ব্যাপার ! মুলোশ্রী অপেরার "বাইক বধ পালা" / শ্রেষ্ঠাংশে-শেখ ওভি জয়া দত্ত/ আজ- আগরতলা কাল-খোয়াই পরশু-আদালত। ৪ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সাদা সালোয়ার কামিজ পরা এক মহিলা লাঠি দিয়ে একটি মোটর সাইকেলকে ক্রমাগত সজোরে মারছে। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। এর আগে আগরতলায় সাদা সালোয়ার কামিজ পরা তৃণমূল নেত্রী জয়া দত্তকে দুই মহিলা পুলিশের ধরার একটি ছবি টুইট করেছেন তথাগতবাবু। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে দু'জনই একই ব্যক্তি। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, তথাগতবাবু টুইটে শেখ ওভি বলতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোঝাতে চেয়েছেন।

বাংলাদেশের সিলেটে গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান

ঢাকা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : আরও একটি গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পেল বাংলাদেশ। সোমবার সেদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এ তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, সিলেটের জকিগঞ্জে নতুন গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স)। এটি দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্র। তিনি বলেন, সিলেটের জকিগঞ্জে দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স)। যেখানে উত্তোলনযোগ্য ৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ আছে। যার দাম ১২৭৬ কোটি টাকা।এর আগে জুনে জকিগঞ্জে আরেকটি গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পায় বাপেক্স। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় নিষিদ্ধ হাজারের বেশি শব্দ

ভোপাল, ৯ আগস্ট (হি.স.) : হাজারের বেশি শব্দ নিষিদ্ধ করল মধ্যপ্রদেশ। রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশনের আগে 'পাপ্পু', 'ঢঙি', 'ব্যাভিচারী', 'মিথ্যেবাদী', 'নিকম্মা', 'চোর', 'ভ্রষ্ট', 'তানাশাহি', 'গুণ্ডে' সহ ১১৬১টি শব্দ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিধানসভার তরফে ৩৮ পাতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই শব্দগুলি অসাংবিধানিক। তাই অধিবেশন চলাকালীন এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। বিধানসভার তরফে ৩৮ পাতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে মোট ১১৬১টি শব্দের তালিকা দেওয়া হয়েছে। পুস্তিকায় যে শব্দগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল 'পাপ্পু'। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে নাম না করে বিজেপি-র অনেক নেতা এই নামে কটাক্ষ করেন। এ ছাড়া 'ঢঙি', 'ব্যাভিচারী', 'মিথ্যেবাদী', 'নিকম্মা', 'চোর', 'ভ্রষ্ট', 'তানাশাহি', 'গুণ্ডে' প্রভৃতি শব্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'ভেন্টিলেটর' শব্দটিও রয়েছে এই তালিকায়। নিষিদ্ধ হওয়া শব্দগুলির বেশির ভাগই অবশ্য হিন্দিতে।বিধানসভা ভবনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস প্রধান কমল নাথ, মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র, বিধানসভার অধ্যক্ষ গিরীশ গৌতম প্রমুখ। সোমবার অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বিধানসভার সদস্যদের এই পুস্তিকা দেওয়া হয় হয়েছে।

ফের বন্যা চিনে, ঘরছাড়া ৮০ হাজারের বেশি মানুষ

বেজিং, ৯ আগস্ট (হি.স.) : আবারও বন্যার কবলে চিন। গত শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত টানা ভারি বৃষ্টিপাতে বন্যার কবলে পড়েছে চিনের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ সিচুয়ান। সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ৮০ হাজারের বেশি মানুষ। প্রদেশটির বেশিরভাগ নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে বলেই সোমবার জানিয়েছে সেদশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা চায়না নিউজ সার্ভিস। বার্তা সংস্থাটি জানিয়েছে, সিচুয়ানের সাম্প্রতিক বন্যায় ছয়টি শহরের অন্তত ৪.৪০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় দাঝৌ শহরের একটি জলাধারের জল বন্যাসীমার অন্তত ২ দশমিক ২ মিটার ওপরে অবস্থান করছে। ভারি বৃষ্টিপাতে সিচুয়ানে ইতিমধ্যে ২৫ কোটি ইউয়ান (প্রায় ৩.৮০ কোটি ডলার) মূল্যের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সেখানে অন্তত ৪৫টি বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও ১১৮টি। গ্রীষ্মকালে চিনে ভারি বৃষ্টিপাতের ঘটনা নতুন নয়। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, প্রতিকূল আবহাওয়া ক্রমেই নিয়মিত হয়ে ওঠায় দেশটিকে অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, গত মাসেই চিনের মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশ হেনানে সেখানকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের পর ভয়াবহ বন্যা আঘাত হানে।বন্যায় প্রাণ হারান ৩০০ জনের বেশি মানুষ।

বাংলাদেশের কক্সবাজারে ৫.৪৮২ কেজি সোনার বার সহ আটক এক রোহিঙ্গা

ঢাকা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : বিপুল পরিমান সোনার বার সহ বাংলাদেশে আটক এক রোহিঙ্গা। সোমবার কক্সবাজারের উখিয়া থেকে ৫.৪৮২ কেজি ওজনের ৩৩টি সোনার বার সহ এক বৃদ্ধ রোহিঙ্গা পাচারকারীকে আটক করেছেন বিজিবি সদস্যরা। সোমবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে উখিয়া টিভি টাওয়ারের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক বৃদ্ধ রোহিঙ্গা তুমব্রু কোনাপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত মৃত ফজর আহম্মদের পুত্র জয়নুল আবেদীন (৬৫)।এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন কক্সবাজার ৩৪ বিজিবির অধিনায়ক আলী হায়দার আজাদ আহমেদ।তিনি জানান, সীমান্ত থেকে কুতুপালং এর দিকে পায়ে হেঁটে আসতে দেখে সন্দেহজনক একজনকে আটক করা হয়। তাকে তল্লাশী করে তার কোমরে লুঙ্গির ভাঁজ থেকে ৪৭০ ভরি ওজনের মায়ানমারের ২৪ ক্যারেট/৯৯৯.৯৯ পিওর ৩৩টি সোনার বার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা বলে জানায় বিজিবি।আটক রোহিঙ্গাকে উখিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তার নিকট হতে উদ্ধার হওয়ার সোনার বার কক্সবাজার ট্রেজারী অফিসে জমা করা হয়েছে।

অনন্তনাগে সস্ত্রীক বিজেপি নেতা গুলি করে হত্যা করল জঙ্গিরা

শ্রীনগর, ৯ আগস্ট (হি.স.): সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় আবারও কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। সাউথ কাশ্মীরের অনন্তনাগে স্ত্রী সহ এক বিজেপি নেতাকে হত্যা করল জঙ্গিরা। সোমবার বাড়ি ঢুকে বিজেপি নেতা গুলাম রসুল দার ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে জঙ্গিরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে অনন্তনাগ জেলার লালচক এলাকায়। এদিন জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান বিজেপি নেতা গুলাম রসুল দার ও তাঁর স্ত্রী জোয়াহারা বানো। হামলার পর দ্রুত তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা করতে পারেননই চিকিৎসকরা। কুলগাম বিজেপি কিষান মোর্চার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রসুল। তবে সম্প্রতি লালচকেই থাকছিলেন তিনি। এই ঘটনায় রীতিমতো চঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। হামলাকারীদের খোঁজে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। হামলাকারীরা কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য তা জানা গিয়েছে। কাশ্মীর পুলিশের আইজিপি বিজয় কুমার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর জানিয়েছেন এই কাজের নেপথ্যে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার হাত রয়েছে। বিজেপির জম্মু কাশ্মীরের মুখপাত্র আলতাফ ঠাকুর এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেছেন। পাশাপাশি এই ঘটনাকে কাপুরুষোচিত ও বর্বর বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "ওই নেতার কোনও নিরাপত্তা ছিল না। একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। এমন অনেক বিজেপির নেতাকর্মী আছেন যাদের কোনও নিরাপত্তা নেই।" জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেনান্ট গভর্নর এই খুনকে কাপুরুষোচিত বলে উল্লেখ করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহেবুবা মুফতি এই খুনের তীব্র নিন্দা করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার /কাকলি

হাটশিঙিমারিতে বমাল ধৃত ড্রাগস পাচারকারী

হাটশিঙিমারি (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : ড্রাগসের বিরুদ্ধে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযান অব্যাহত রয়েছে গোটা অসমে। রাজ্যের অন্যতম সীমান্তজেলা দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচরে পুলিশ ইতিমধ্যে পর্যায়ক্রমে ড্রাগস বিরোধী অভিযান চালিয়ে কয়েকজন ড্রাগস কারবারি ও পাচারকারীকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বহু পরিমাণের নেশা জাতীয় সামগ্রী। সোমবার বিকেলে অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য তথা ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী খারুয়াবান্ধার কলেজনগর থেকে পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের নেশা জাতীয় ট্যাবলেট। সেই সঙ্গে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এক ড্রাগস পাচারকারীকে।

জেলার খারুয়াবান্ধা থানা এলাকার অধীনে কলেজনগর চৌরঙ্গিবাজারে বিএসএফ জওয়ান এবং খারুয়াবান্ধা থানার পুলিশ আজ বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ যৌথ অভিযান চালায়। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত এই যৌথ অভিযানে ৩,৮০০টি ডব্লিউওয়াই ইয়াবা ব্র্যান্ডের নেশা জাতীয় ট্যাবলেট সহ এক ড্রাগস পাচারকারীকে পাকড়াও করা হয়েছে। ধৃত ড্রাগস পাচারকারী পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার ফুলবাড়ি থানা এলাকার পাতরাঙা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে সলেমান ইসলাম বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

ধৃত ড্রাগস পাচারকারী সলেমান নেশা জাতীয় ট্যাবলেটগুলো মেঘালয় থেকে মানকাচরের সুখচর বাজারে নিয়ে আসার পথে পুলিশ-বিএসএফের যৌথ বাহিনীর জালে পড়ে। পুলিশ নেশার ট্যাবলেটগুলো বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি মেঘালয়ে ড্রাগস পাচারকারীকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য এবং ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে পুলিশ-বিএসএফ কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলেছে। এমতাবস্থায় ড্রাগস পাচারকারীরা কী করে এমন দুঃসাহস করে এ-নিয়ে জেলার সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

হাইলাকান্দিতে গঠিত ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন

হাইলাকান্দি (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : বহু বছর পর নতুন করে গঠিত হয়েছে হাইলাকান্দি জেলা ইলেকট্রনিক মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার জেলার কর্মরত বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত এক সভার মাধ্যমে গঠন করা হয় এই নতুন কমিটি। এতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে দীপঙ্কর দত্ত ও অনুপম সিংহকে। হাইলাকান্দি জেলায় কর্মরত বিভিন্ন বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ টেলিভিশন, নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিকদের নিয়ে সোমবার দুপুরে শহরের কালীবাড়ি রোডের একটি সভাকক্ষে নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়। জেলার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিন্দ্যকুমার নাথের পৌরোহিত্যে আয়োজিত এই সভায় 'ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, হাইলাকান্দি' (ডেমাহ)-কে নবরূপে গঠন করার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করে সংগঠনকে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় হাইলাকান্দি জেলায় কর্মরত টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন অনিন্দ্যকুমার নাথ, অমিতরঞ্জন দাস, রাহুল চক্রবর্তী, দীপঙ্কর দত্ত, রাজেশ দাস, অনুপম সিংহ, আবু সুফিয়ান বড়ভুইয়াঁ প্রমুখ। পরে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাগ নিউজের সাংবাদিক দীপঙ্কর দত্তকে। দুই সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন ই-টিভি ভারতের প্রতিনিধি অনিন্দ্যকুমার নাথ ও ডিওয়াই-৩৬৫-এর প্রতিনিধি রাজেশ দাস। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনকে টিভি-র প্রতিনিধি অনুপম সিংহকে। দুই সহ-সম্পাদক হয়েছেন মুর্তাজা আহমেদ (নিউজ নাও) এবং অরুপ সেন (এনডি-২৪)। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে ইশান নিউজ-এর প্রসেনজিৎ দেবকে। এছাড়া নবগঠিত কমিটিতে রয়েছেন আটজন কার্যনির্বাহী সদস্য। এঁরা অমিতরঞ্জন দাস (প্রতিদিন টাইমস), রাহুল চক্রবর্তী (নিউজ-১৮), বিধান সেন (টাইম ৮), কুণাল সেন (নিউজ টাইম অসম), প্রভঞ্জন মালাকার (এনডি ২৪), সত্যজিৎ দেব (ইশান নিউজ) আবু সুফিয়ান বড়ভুইয়াঁ (নিউজ নাও) এবং স্বপ্নদীপ সেন (প্রতিদিন টাইমস)।

আগামীতে জেলায় বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য সাংবাদিকদেরও এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনকে গতিশীল করতে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অনুপম সিংহ।

রাজধানীর কইনাধরায় অসমের ভূমিতে মেঘালয়ের জবরদখল, উত্তপ্ত বিধানসভা, ওয়াকআউট বিরোধীদের

গুয়াহাটি, ৯ আগস্ট (হি.স.) : রাজধানীর সীমাবর্তী কইনাধরায় অসমের ভূমি মেঘালয় কর্তৃক জবরদখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা অধিবেশন। ঘটনা প্রসঙ্গে বিরোধীদের অধিবেশন মুলতুবি প্রস্তাবে অধ্যক্ষ রাজি না হওয়ায় ওয়াকআউট করেছেন বিরোধীরা। প্রথমে গত ২৩ জুলাই এবং পরবর্তীতে গত ৬ আগস্ট শুক্রবার অসম-মেঘালয় সীমা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে প্রতিবেশী দুই মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে হিমন্তবিশ্

বিলোনীয়ায় সজল দেবনাথ মৃত্যু মামলায় আরও চার অভিযুক্ত পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯আগস্ট ।। বিলোনিয়া থানাধীন কালনঢেপা এলাকার সজল দেবনাথ কান্ডে আবারো ফুটে উঠলো আদালত চত্বরে। পুলিশ সজল কান্ডে ঘটনার ২৩ দিন পরে ৮ অভিযুক্তদের মধ্যে বিলোনিয়া শহর থেকে তাপস পাল, নয়ন দেবনাথ , জীবন দেবনাথ, প্রভাত দে নামে অভিযুক্তকে বিলোনিয়া শহর থেকে আটক করে পুলিশ সোমবার দুপুরে। সুত্রে জানা যায়,এই চার জন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বিলোনিয়াতে আসতেই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আটক করে পুলিশ এই চার অভিযুক্তকে। এর পর কোন কেইস ডায়েবি ছাড়াই চার অভিযুক্তদের বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে। পুলিশের এই আবেদন না মঞ্জুর হয়ে যায় এবং আদালত কেইস ডায়েরি তলব করে সজল কান্ডে অভিযোগে অভিযুক্ত চার জনকে ২১/০৮/২০২১ পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এছাড়া সাধন পাল, নারায়ণ পাল, পিন্টু দে পাল, পপি সেন পাল এই চার অভিযুক্ত এখনো অধরা।গত ১৮ জুলাই বিলোনীয়া থানাধীন কালনঢেপা এলাকায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে, চোরের অপবাদ দিয়ে নৃশংস ভাবে অভিযুক্তরা মারধর করে , পাইখলা নাথ পাড়া এলাকার বাসিন্দা সজল দেবনাথকে। গুরুতর আহত অবস্থায় দীর্ঘদিন আগরতলা জিবি হাসপাতলে চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে বাড়িতে সজল। সেই দিনের নৃশংস ঘটনা বিলোনিয়া থানাতে মামলাও হয় সজলের পরিবারের পক্ষ থেকে। ২৩ দিন পর সজল কান্ডে অভিযোগে অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হলেও তদন্ত কারি পুলিশ অফিসারের কারনে পুলিশ রিমান্ড না মঞ্জুর হয়ে যায়।

দুই নেশাগ্রস্ত যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ আগস্ট।। নেশা সর্বনাশা। এই নেশার কবলে ভালো ভালো পরিবার ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। যুব সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়েছেন। ইয়াবা টেবলেট, হেরোইন, কোরেক্স, মদ ,গাজা,ভাঁঙ প্রভৃতি আজ ত্রিপুরা প্রতিটি অলিতে গলিতে পাওয়া যাচ্ছে। নেশা কারবারি ও সেবন কারীদের গ্রেপ্তার করলেও আইনের গ্যাড়াকলে জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। এই ধরনের নেশা কারবারিদের উৎপাত অতিষ্ঠ খিলপাড়া, রাজধরনগর ও জামজুড়ি এলাকার মানুষ।আজ সকাল আনুমানিক এগারোটায় উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি গ্রামের রাজধরনগর এলাকার একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে দুই নেশা গ্রস্ত যুবককে উদয়পুর কাকড়াবন থানার পুলিশ আটক করতে সক্ষম হলেও দুই নেশা আশক্ত যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।এই দুই নেশা গ্রস্ত ব্যক্তি যথাক্রমে নজরুল হোসেনের ছেলে কবির হোসেন ও মোমিন মিয়ার ছেলে নবির হোসেন। এই দুই নেশা গ্রস্ত যুবক পশ্চিম খিলপাড়া এলাকার বিযু মিয়াঁর ছেলে লোকমান হোসেন কাছ থেকে ক্রয় করেন।লোকমান হোসেন এর আগেও কয়েক বার নেশা সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার করলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে থানা থেকে জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। এই নিয়ে জনমনে আতঙ্ক, ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এবং নেশা গ্রস্ত যুবকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জোড়ালো হচ্ছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিলেও ,নেশা কারবারিদের উৎপাত দিনের দিন বেড়েই চলেছে -তা বন্ধের কোন লক্ষণ নেই। উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া নেশা কারবারিদের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত খিলপাড়া পঞ্চায়েতের আশ্রম কর্নার এলাকার জনগণ। প্রয়োজন প্রতিনিয়ত এই আশ্রম কর্ণার এলাকায় নিশি কুটুম্বরা বিপিন বাবুর কারন সুধা নামক টনিক পান করে এলাকার বিভিন্ন বাড়ি ঘরে মদের বোতল, নেশা সামগ্রীর প্যাকেট ফেলে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছে। গত কয়েক দিন ধরে সায়ন দে , নির্মল দে, পরেশ দে, সুব্রত দে, শান্তি রঞ্জন দে, গীতা দের বাড়িতে এই ধরনের নেশা সামগ্রীর প্যাকেট, মদের বোতল ফেলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদ প্রায়শই লেগে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছেন। এলাকায় পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে, পুলিশকে জানিয়েও কোন সুরাহা হচ্ছে না। এলাকার নাগরিকরা এই ধরনের বখাটে যুবকদের কঠোর শাস্তি দাবি করছেন।

এলাকার মানুষের অভিযোগ যদি কাউকে ধরতে পারা যায় তবে কাউকে ছাড়া হবে না,তাদের বিরুদ্ধে আইনত কঠোর পদক্ষেপ নেবে এমনটাই এলাকাবাসীর অভিযোগ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শ্রীমন্তপুরে দুস্কৃতিকারীদের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর,, ৯ আগস্ট।।বাড়ির নির্জনতার সুযোগে দুষ্কৃতীরা হামলা চালাল সোনামুড়া মহাকুমা দিন শ্রীমন্ত পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের আবুল খায়ের নামক জনৈক ব্যক্তির ঘরে। দুষ্কৃতীরা ভেঙে চুরমার করে দেয় বসত ঘরে রাখা বিভিন্ন আসবাবপত্র সহ টিভি ফ্রিজ ড্রেসিং টেবিল সহ অন্যান্য আসবাবপত্র। ঘটনা আজ সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ। বসত ঘরের মালিক আবুল খায়ের বাড়িতে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সোনামুড়া থানায় খবর দিলে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন সোনামুড়া থানার পুলিশ এবং সম্পূর্ণ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন পুলিশকর্মীরা।

উদয়পুরে ভারত ছাড় আন্দোলনের বর্ষপূর্তি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ আগস্ট।। আজ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৮০তম বর্ষ পূর্তি। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট গান্ধীজির নেতৃত্বে মাতঙ্গিনী হাজরা সহ লক্ষ্য লক্ষ্য ভারতবাসী ইংরেজদের ভারত ছাড়া করতে ভারত ছাড়ো আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আজ উদয়পুর জামতলা সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে বিশাল সংখ্যক কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে সিপিএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সি পি আই এম, আর- এস- পি, সি- পি- আই -এম -এল সহ বামফ্রন্টের সরিক দলের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে বি জে পি হটাও, ভারত বাঁচাও, ত্রিপুরা বাঁচাও -এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জামতলা রাস্তার পাশে সুসাদৃশ্য প্লে কার্ড হাতে নিয়ে বিজেপি বিরোধী শ্লোগান দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মাধব সাহা, বিভাগীয় সম্পাদক মানিক নিতাই , কৃষক সভার গোমতি জেলা সভাপতি নিতাই বিস্বাস, আর এস পির ভানু লোধ, সি পি আই এম এলের পার্থ কর্মকার সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ। সভায় বাম কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। অনেক দিন পর বামফ্রন্টের কোন সভায় এই ধরনের বিরোধী দলের লোকের সমাগম দেখে অনেকেই তাজ্জব বনে যান।

আহত এক

● প্রথম পাতার পর

বেধড়কভাবে মারতে থাকে ১০ থেকে ১২ জন যুবক।তাদের মারে গুরুতর অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সায়ন ঘোষ। তার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে আসে ব্যবসায়ী থেকে পথচারী লোকজন। ঘটনাস্থল থেকে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।খবর দেওয়া হয় সায়নের বাড়িতে। সে খবর পেয়ে সায়নের বাবা তড়িঘড়ি বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার মাথায়, বুকে ও পিঠে বেশ কিছু জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সায়নের বাবা। পিসির বাড়িতে যাওয়া হলো না সায়নের। সায়ন এর উপর এ আঘাতকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে অফিসটিলা এলাকায়।

১০ থেকে ১২ জনের মধ্যে একজন কে চিনতে পেরেছে বলে জানান সংবাদমাধ্যমের কাছে। দুষ্কৃতিকারী নাম ধাম দিয়ে বিশালগড় থানায় একটি লিখিত এফআইআর দায়ের করবেন। তবে প্রকাশ্যে দিবালোকে যাত্রীদের উপর হামলা চালাল দুর্বৃত্তরা।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমার কমিটির চতুর্থ দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ আগস্ট।। ত্রিপুরার জার্নালিস্ট ইউনিয়ন খুন হয়ে যাওয়া সাংবাদিকদের বিচারের জন্য এখনো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি সাংবাদিকের জন্য কাজ করে থাকে সংগঠনের কর্মরত সাংবাদিকরা। আক্রান্ত সাংবাদিক দের পাশে প্রতিনিয়ত পাশে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য লড়াই করে থাকে। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন দেশের মধ্যে সর্ব বৃহৎ সাংবাদিকদের বড় সংগঠন।এমনটাই বললেন সর্বভারতীয় জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সম্পাদক প্রণব সরকার।ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমার কমিটির চতুর্থ দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমা কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলে। এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রণব সরকার , উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ব রঞ্জন রায়, উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক রমাকান্ত দে, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তুষ গোপ, উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া সহ খোয়াই জেলা এবং তেলিয়ামুড়া মহাকুমা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাংবাদিকরা।

এই সম্মেলনে দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিষ্ণুপদ দাস এবং সৌরভ পোদ্দার, সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতক্রমে নয় দফা দাবি সনদ গৃহীত হয়। এদিকে সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে প্রয়াত সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় পবন কুমার পোদ্দারের মর্ম প্রতীকের ফুলদান করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তৃত আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক তথা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব প্রণব সরকার।এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন কর্মসূচি প্রণব সরকার তুলে ধরার চেষ্টা করেন ঠিক তেমনি এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার গোটা দেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করে সাংবাদিকদের কল্যাণে যে বিভিন্ন প্রকারের প্রকল্প গ্রহণ করে চলেছেন এব্যাপারেও বিস্তৃত সম্মেলন মঞ্চে ব্যাখ্যা করেন। এই সম্মেলনের মঞ্চে প্রণব সরকার ছাড়াও আলোচনা করেন ত্রিপুরার জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তোষ গোপ, রমাকান্ত দে, খোয়াই জেলার সভাপতি গোপেশ রায় সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরন জমাতিয়া। শেষ সময়ে সম্মেলনের সভাপতি তথা সংগঠনের জেলা সভাপতি গোপেশ রায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে পুরনো কমিটি ভেঙ্গে দেন। এরপর সংগঠনের নেতৃত্ব প্রণব সরকার রাজীব ঘোষ কে সম্পাদক করে এবং ব্রতীন ভট্টাচার্যকে সভাপতি, সহ-সভাপতি গয়া চন্দ্র সূত্রধর ও বিলু চক্রবর্তী,সাংগঠনিক সম্পাদক পার্থ রায় করে ১৩ সদস্যক মহকুমা কমিটির ঘোষণা দেন।ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের চতুর্থ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে কল্যাণপুরে সাংবাদিকদের তৎপরতা ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই গোটা অনুষ্ঠানমালায় কোভিড বিধিকে মান্যতা দিয়েএই সম্মেলন পরিচালনা করেন সাংবাদিকরা।

আবারো আত্ম হত্যার ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ আগস্ট।। আবারো আত্ম হত্যার ঘটনা সংঘটিত হলো রাধাকিশোরপুর থানার গর্জি ফাঁড়ির অন্তর্গত তৈনানী এ ডি সি ভিলেজে। সাংসারিক অশান্তিতে প্রায়ই স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো। গতকালও অতিরিক্ত মদ্যপান করে গর্জি তৈনানী এলাকার কিশোর জমাতিয়া বিষ পান আত্ম হত্যা করেন। গতকাল রাতে বিষ পান করার ফলে কিশোর জমাতিয়াকে আহত অবস্থায় গোমতি জেলা হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার ওনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন ডাক্তারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কিশোর জমাতিয়া।পরে পোস্ট মরটম করে মৃত দেহ কিশোরের মৃতদেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে মৃত কিশোর এর আগেও কয়েক বার আত্ম হত্যা করতে চেষ্টা করেছেন বলে এলাকা বাসি জানিয়েছেন। কিশোরের মৃত্যুতে গর্জি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বামপন্থী সংগঠনগুলির উদ্যোগে আদিবাসী দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ বিলোনীয়া/ খোয়াই/ উদয়পুর, ৯ আগস্ট।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর জোনাল অফিসে অনুষ্ঠীত হয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস। সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করাহলো। অনুষ্ঠানের শুরুতে এলাকার জনজাতি অংশের লোকজনেরা সকলে ঐতিয্যবাহী পোষাক পরিধানকরে জোনাল অফিসের প্রাঙ্গনথেকে এক রেলি সংগঠীতকরে। রেলিটি জোনাল অফিস থেকে শুরু হয়ে মনাথর বাজার অতিক্রান্ত করে মনপাথর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে হয়ে পুনরায় জোনাল অফিসে গিয়ে সমাপ্তি হয়। রেলিশেষে মনপাথর জোনাল অফিসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়। অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভ সূচনাকরেন টি টি এডিসির এক্সিউটিভ মেম্বার ডলি রিয়াং। উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোনাল অফিসের চেয়ারম্যান দেবজিৎ ত্রিপুরা, জোনাল অফিসের ভাইসচেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে জনজাতিদের বিভিন্নপ্রকারের নৃত্য পরিবেশনকরাহয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা আজকের দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলের সামনের কিছু বক্তব্য তুলেধরেন। আজকের অনুষ্ঠান শেষে জনজাতিদের ঐতিয্যবাহী পোশাক তৈরিকরার জন্য বগাফা ব্লকের ১৪ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে সুতা বিতরন করাহয়। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে ১৮০ কেজি সুতা বিতরন করাহয়। আজকের অনুষ্ঠানে আগত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়। এদিকে, খোয়াইয়েও একইভাবে বাপন্থীরা দিবসটি পালন করেছে।

গাটা রাজ্যের সাথে গন্ডাছড়া মহকুমাতেও সোমবার বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করা হয়। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গনমুক্তি পরিষদ গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বিশ্ব আদিবাসী দিবসটি উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে একটি রেলী সংগঠিত করা হয়। রেলীটি সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে দুর্গাবাড়ি চৌমহনীতে এসে জড়ো হয়। সেখানে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত ত্রিপুরা, সন্তোষ চাকমা, সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সিআইটিইউ গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক সুশান্ত হাজারি প্রমুখ।সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত ত্রিপুরা বক্তব্য রাখছেন গিয়ে বলেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দেশের শিল্পপতি থেকে শুরু করে অনেকে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রের মোদী সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই টাকা মানুষের স্বার্থে কাজে লাগানো হয় নি। লুটেরা বাহিনীরা তা লুটে পুটে খাচ্ছে। তিনি আরো বলেন করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করলে পড়ে যেখানে ১০ লক্ষ টাকা ঘোষনা করা হয়েছিল,সেই জায়গায় আজ পর্যন্ত ১০ পয়সা দেওয়ার কোন নাম গন্ধ নেই। এই নিয়ে ললিত ত্রিপুরা সরকারের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন।

আজ উদয়পুর মহকুমা কিল্লা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত গুনপদ জমাতিয়া ম্যামোরিয়্যল হলে বিশ্ব জনজাতি দিবস পালন করা হয়। আজ কিল্লা বাজারের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে এক সুবিশাল রেলী বের হয়। রেলীতে জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা রঙ বেরঙের পোষাক পরিধান করে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। গুনপদ জমাতিয়া ম্যামোরিয়্যল হলে বিশ্ব জনজাতি দিবস পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধনমনি জমাতিয়া, কিল্লা ব্লকের আই এস তথা বিদ্যালয় পরিদর্শক দ্বীপ জমাতিয়া , সমাজ সেবক জ্যোতিষ জমাতিয়া। ১৯৯৪ সাল থেকে এই দিবসটি ত্রিপুরায় সাড়া বিশ্বের সাথে জনজাতি দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। আজকের এই বর্ণাঢ্য রেলী সকলের চোখে পড়ার মতো।

রাজ্যে বাজারজাত হচ্ছে মাইথান স্টীল

আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। উন্নতমানের মাইথান স্টীল বাজারজাত হচ্ছে রাজ্যেও। উত্তরপূর্বের স্থানীয় বাজার গুলির মধ্যে এবার ত্রিপুরার বাজারেও এই মাইথান স্টীল গ্রাহকের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সুনাম অর্জন করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন মাইথান স্টীল অধিকর্তা মাধুর আগরওয়ালা। মাইথন স্টিল ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের মতো প্রধান শহরগুলিতে তার ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করেছে এবং এটি নিজেকে সবচেয়ে পছন্দের ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম অর্জন হয়েছে। মাইথান স্টিল তার উন্নত মানের জন্য পরিচিত এবং আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবগুলিতে উৎপাদিত এবং পরীক্ষিত। মাইথান স্টীলের ডিস্ট্রিবিউটর তথা আর. এস ট্রেডিং এর কর্ণধার রবি গুপ্তা বলেন, ত্রিপুরার বাজারে মাইথান স্টীল বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির মধ্যে আসামে মাইথান স্টীল বিশ্বস্থতার বেঞ্চ মার্ক হিসাবে ল্যান্ডমার্ক অর্জন করেছে। তার জন্য আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে পুরস্কৃত হয়েছেন মাইথান স্টীল এন্ড পাওয়ার লিমিটেড এর ডাইরেক্টর মাধুর আগরওয়ালা।

রাজ্যে

● আটের পাতার পর

সামনে দাঁড় করিয়ে মারা হয়েছে। সুদীপের মাথা ফেটেছে। ওদের প্রায় ৩৬ ঘন্টা কোন চিকিতসা হয়নি। এমনকি অসুস্থদের জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ওরা এতটা নির্দয় বিজেপি। ওরাই মারল ওরাই গ্রেফতার করল। একটা দানবীয় দল চালাচ্ছে বিজেপি ত্রিপুরায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও হেনস্থা করা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ওর গাড়ি সাধারণ হলে তাহলে অভিষেকের মাথা ফেটে যেতে পারতো। সবটাই পুলিশের সামনে হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে হয়েছে এটা আমি বিশ্বাস করি। তা না হলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর এত সাহস হতে পারে না।" তবে এসব করে তৃণমূল কংগ্রেসকে কখনোই রোখা যাবে না। ন" এমনটাই আজ হুঁশিয়ার দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশ

● প্রথম পাতার পর

তাদের প্রত্যেককে ৫০ শতাংশের বেশি নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পাস করিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে। তবে তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছে।

চালকদের

● প্রথম পাতার পর

যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা না করে রাজ্যে প্রবেশর অনুমতীর ছাড় পত্র দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চুরাইবাড়ি চেক পোষ্টে করোনার এন্টিজেন পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের সাহায্য করার জন্য স্থানীয় কিচ্ছু যুবকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অভিযোগ দায়ীত্ব প্রাপ্ত স্থানীয় যুবকরা বহিরাজ্যে থেকে আগত যে সকল যাত্রী ও চালকারা এন্টিজেন পরীক্ষা করাতে ইচ্ছুক নয় তাদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে কোন পরীক্ষা না করিয়ে রাজ্যে প্রবেশের জন্য ছাড় পত্র দিচ্ছে বলে চুরাইবাড়ি এলাকার সাধারন জনগনের অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিনের। কিন্তু ইদানিং কালে জলজ্যান্ত উদাহরণ স্বরূপ কালাছড়া ব্লকাধীন উওর হুরুয়া গ্রামের রুবি চন্দ সহ ছয় জন অসমের করিমগঞ্জ জেলার পেছারঘাট এলাকা থেকে রা

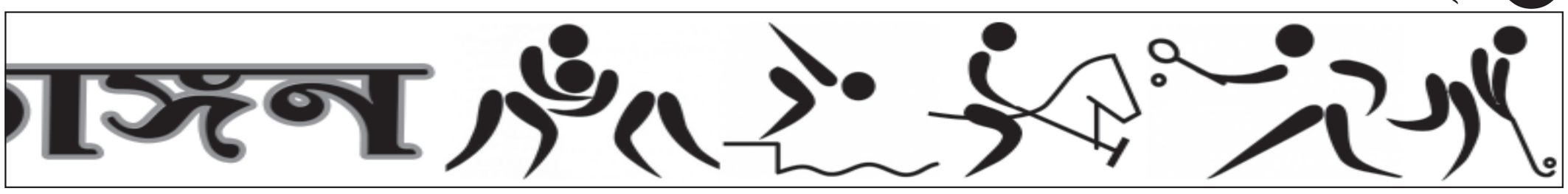

মেসির বিদায়ে বার্সেলোনার ব্র্যান্ড মূল্য কমেছে

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): লিওনেল মেসিকে আর্থিক কারণে ধরে রাখতে পারেনি বার্সেলোনা। আগের চুক্তিতে যাঁর জন্য ৫ বছরে ৫০ কোটি ইউরো খরচ করেছে বার্সেলোনা, সেই মেসিকে এবার অর্ধেক বেতন দিয়েও ধরে রাখতে পারেনি বার্সেলোনা। কিছু খেলোয়াড়কে মাত্রাধিক বেতন দিয়ে আর অপ্রয়োজনীয় কিছু দলবদলের কারণে নিজেদের আর্থিকভাবে পঙ্গু করে তুলেছে তারা। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে নতুন কোনও খেলোয়াড়কে চুক্তিবদ্ধ করার জন্য দলের একাধিক খেলোয়াড় বিক্রি না করলে চলছে না বার্সেলোনার। এ অবস্থাতেই আরেকটি দুঃসংবাদ পাচ্ছে বার্সেলোনা। মেসি যেমন ক্লাবটির সর্বাধিক বেতন পাওয়া খেলোয়াড় ছিলেন, তেমনি ক্লাবটির আয়ের সবচেয়ে বড় উৎসও ছিলেন। তাঁর বিদায় যে ক্লাবটির স্পনসরদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতেও নতুন স্পনসরদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ে বেশ ভালো দর-কষাকষিতে পড়তে হতে পারে কাতালানদের। এসবই ভবিষ্যতের কথা। বর্তমান হিসাব বলছে,

আর্থিক ক্ষতি সামলাতে লিওনেল মেসিকে ছেড়ে দিয়েছে বার্সেলোনা। মেসির বিদায়ে এক ধাক্কায় বার্সেলোনার ব্র্যান্ড মূল্য কমে গেছে ১৩.৭০ কোটি ইউরো। এমনটাই জানিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড মূল্য নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স।

ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স হিসাব করে দেখেছিল ২০২১ সালে ব্র্যান্ড মূল্যের দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্লাব বার্সেলোনা। বিশ্ববাজারে বার্সেলোনার ব্র্যান্ড মূল্য ১২৬ কোটি ৬০ লক্ষ ইউরো বলে জানিয়েছিল ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স। এ ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে এগিয়ে আছে শুধু রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্র্যান্ড মূল্য ১২৭ কোটি ৬০ লক্ষ ইউরো। এই ১ কোটি ইউরোর ব্যবধানটা এবার বেড়ে যাবেই বলে ধারণা ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের। এই প্রতিষ্ঠানের ধারণা, শুধু মেসির বিদায়েই বার্সেলোনার ব্র্যান্ড মূল্য ১৩.৭০ কোটি ইউরো কমে যাবে ।

ব্র্যান্ড মূল্য নির্ভর করে একটি প্রতিষ্ঠানের আয়ের কত শতাংশ তার পরিচয়ের কারণে উপার্জিত হয়। ব্যান্ড ফাইন্যান্সের দাবি, মেসির বিদায়ের কারণে বার্সেলোনার ভবিষ্যৎ স্পনসর চুক্তি, ক্লাবের পণ্য বিক্রি এবং স্টেডিয়ামে টিকিট বিক্রিতে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এ ছাড়া বিশ্বব্যাপী বার্সেলোনার সমর্থক সংখ্যাতেও টান পড়তে বাধ্য।

এ সবকিছুরই প্রভাব পড়ে ব্র্যান্ড মূল্যের ওপর। বার্সেলোনার আয়ের বিভিন্ন উৎসে মেসির প্রভাবের কথা বিবেচনা করে ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের ধারণা, বার্সার বর্তমান ব্র্যান্ড মূল্য ১১ শতাংশ কমে যাবে। অর্থাৎ ২০২১ সালে যে মূল্য ছিল, সেখান থেকে ১৩.৭০ কোটি ইউরো গায়েব হয়ে যাবে তাদের। এতে শুধু রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গেই ব্যবধান বাড়বে না, ব্র্যান্ড মূল্যে এ বছর তিনে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডেরও (১১৩ কোটি ইউরো) নিচে চলে যাবে বার্সা।

ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সের ক্রীড়া বিভাগের প্রধান হুগো হেন্সলির ভাষায়, 'মেসি বার্সেলোনা ব্র্যান্ডের সমার্থক এবং ১৫ বছর আগে যখন ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন তখন থেকেই ক্লাবের মূল তারকা। তাঁর উপস্থিতিই এই ক্লাবে বাড়তি সমর্থক, ভালো খেলোয়াড়, কোচ, বাণিজ্যিক চুক্তি এবং ট্রফি এনে দিয়েছে। তাঁর বিদায় ক্লাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং এ কারণে ক্লাবের ব্র্যান্ড মূল্যও নিচে নামবে।'

হিন্দুস্থান সমাচার /কাকলি

আইপিএলে বল নিয়ে নয়া নিয়ম ঘোষণা বিসিসিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.) : করোনা সংক্রমনের কথা মাথায় রেখে এবার খেলার সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে দেওয়া হল নির্দেশিকা। বলা হয়েছে, এবারের ম্যাচগুলিতে ব্যাটসম্যান ছক্কা হাঁকিয়ে বল গ্যালারিতে পাঠালেই বদলে দেওয়া হবে সেই বলটি। তার পরিবর্তে খেলা শুরু হবে নতুন একটি বলে। এবং সেই পুরনো বলটিকে গ্যালারি থেকে নিয়ে এসে জীবাণুমুক্ত করার পর তা অন্য কোনও ম্যাচে ব্যবহার করা হবে। জানা গিয়েছে, আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ড ও বিসিসিআই-এর যৌথ উদ্যোগে স্টেডিয়ামে ফের ভরতে চলেছে দর্শক আসন। তাই তাদের হাতে বল গেলে, সেই বল আবার খেলোয়াড়দের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলে সংক্রমণের আশঙ্কা কিছুটা হলেও বাড়তে পারে। তাই সেটি এড়াতেই এই অভিনব সিদ্ধান্ত বিসিসিআই কর্তৃপক্ষের।

বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে আইপিএল নিয়ে আগেও বেশ কয়েকটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। যেখানে প্রথমেই বলা হয়েছিল আরবের মাটিতে পা রাখার আগে প্রত্যেকটি দলের সদস্যদের কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে। যাতে পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনো রকমের সমস্যা না দেখা দেয়। এবার বিদেশি ক্রিকেটারদের নিয়েও এক বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া,ও বাংলাদেশ সহ অন্যান্য যে সমস্ত দেশ থেকে ক্রিকেটাররা এবারের আইপিএলে যোগদান করবেন তাদের কাউকেই থাকতে হবে না কোয়ারেন্টাইনে। তবে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে একটি বিশেষ পরীক্ষা করতে হবে প্রত্যেক খেলোয়াড়দের, সেখানে রিপোর্ট নেগেটিভ আসলে তবেই মিলবে মাঠে নামার ছাড়পত্র।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

পিএসজিতে ১০ নম্বর জার্সি নিচ্ছেন না মেসি

প্যারিস, ৯ আগস্ট (হি.স.) : বার্সেলোনা ছাড়ার পর লিয়োনেল মেসির প্যারিস সাঁ জাঁ-তে খেলার সম্ভাবনাই সবথেকে বেশি। মেসি নিজেই রবিবার বার্সার হয়ে বিদায়ী সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। পিএসজিও সরকারি ভাবে মেসিকে দুই বছরের চুক্তি প্রস্তাব দিয়েছে। মেসির পক্ষ থেকে তা পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। সই শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু পিএসজিতে এলএমটেন তাঁর পরিচিত ১০ নম্বর জার্সিটাই পাবেন না আর। পিএসজি-তে সেই জার্সির মালিক নেইমার। ফলে মেসিকে অন্য জার্সি পরে খেলতে হবে। পিএসজি-তে মেসি কত নম্বর জার্সি পরে খেলবেন, সূত্রের খবর অনুযায়ী, সেখানে মেসির গায়ে উঠবে ১৯ নম্বর জার্সি। ১০ নম্বর জার্সি নেইমারের জন্যই থাকবে। মেসির জন্য নেইমার তাঁর ১০ নম্বর জার্সি ছেড়ে দিতে তৈরি। মেসিকে নিজে এই প্রস্তাব দিয়েছেন নেইমার। মেসি-নেইমার বন্ধুত্বের কথা সবার জানা। সেই জায়গা থেকেই নিজের জার্সি ছাড়তে রাজি নেইমার। আর মেসিও প্রিয় বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে দিয়েছেন, ১০ নম্বর জার্সি নেইমারেরই থাকবে।

বার্সায় অভিষেকের পর প্রথম দু" বছর মেসি ৩০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছিলেন। ২০০৬ সালে ফার্নান্ডো নাভারো বার্সা ছাড়ার পর থেকে মেসি ১৯ নম্বর জার্সি পরে খেলতে শুরু করেন। আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের হয়েও শুরুর দিকে মেসির জার্সি নম্বর ছিল ১৯। ২০০৮ সালে রোনাল্ডিনহো বার্সেলোনা ছেড়ে এসি মিলানে চলে যাওয়ার পর থেকে মেসিই ১০ নম্বর জার্সির মালিক ছিলেন। তবে এবার নতুন ক্লাবে তাঁর গায়ে সম্ভবত ১৯ নম্বর জার্সি উঠতে চলেছে।

একমাত্র মহিলা বলে সামিহা পুরুষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে বিশ্ব বধির অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পাঠাল না সাই !

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিক্স থেকে সেরা প্রদর্শন করে সোমবার দেশে ফিরছেন ক্রীড়াবিদরা। আর আজই প্রকাশ্যে এল এক চাঞ্জল্যকর তথ্য। দলে একমাত্র মহিলা বলে তামিলনাড়ুর সামিহা বরউইনকে পুরুষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে বিশ্ব বধির অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পাঠাল না স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই) !

তামিলনাড়ুর সামিহা বরউইন ১০০ মিটার এবং লং জাম্পে অংশ নেন সামিহা। তাঁর ৯০ শতাংশ শ্রবণশক্তির অক্ষমতা রয়েছে। ১২ বছর বয়স থেকে তিনি অ্যাথলেটিক্সে রয়েছেন। বধিরদের জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে তিনি তিন বারের সোনাজয়ী। পোলান্ডে হতে চলা বিশ্ব বধির অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন সামিহা বরউইন। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতের একমাত্র মহিলা ক্রীড়াবিদ হওয়ায় নাম বাদ দেওয়া হল তাঁর। কারণ পাঁচ জন পুরুষ ক্রীড়াবিদের সঙ্গে তাঁকে পোলান্ডে পাঠাতে রাজি নয় স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই)।

এক ওয়েবসাইটে তাঁর মা সালামত বলেছেন, "আমার মেয়ে দারুণ অ্যাথলিট। এরকম বোকা বোকা কারণে ওর নাম বাদ দিয়েছে ফেডারেশন। তবে এত সহজে আমরা ছাড়ব না। এটা আমাদের সম্মানের লড়াই।" জানা গিয়েছে, সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই সংস্থার কাছে অভিযোগ করেছে সামিহার পরিবার।

সালামত আরও বলেছেন, "আমাকে বলা হয়েছে একমাত্র মহিলা হওয়ার জন্য ওর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থের অভাবের জন্য ওর সঙ্গে আর কোনও মহিলাকেও পাঠানো যাচ্ছে না।"

উল্লেখ্য, কন্যাকুমারির সাংসদ ভি বিজয়কুমার কেন্দ্রীয় ক্রীড়মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরকে বিষয়টি জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। কিন্তু এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার /কাকলি

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেও দাপট দেখিয়ে টি-২০ সিরিজ জিতল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ আগেই পকেটে পুড়েছে বাংলাদেশ। সোমবার সিরিজের শেষ ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দাপট দেখাল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে মাত্র ৬২ রানে অজিদের চূর্ণ করে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিল মাহমুদুল্লা রিয়াদের দল।

পঞ্চম ম্যাচে বাংলাদেশ প্রথম ব্যাট করে তুলেছিল ৮ উইকেটে ১২২ রান। সেই রান তাড়া করতে গিয়ে মাত্র ৬২ রানে গুটিয়ে গেল অজিরা। ফলে ৬০ রানে ঘরের মাঠে জিতে ইতিহাস গড়ল টাইগার্সরা। শাকিব আল হাসান ৯ রানে ৪ ও মহম্মদ সইফউদ্দিন ১২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাথু ওয়ডের দলকে গুঁড়িয়ে দিলেন।

করোনার জন্য গত সাত দিনে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলছে দুই দল। পরবর্তী সিরিজের জন্য সোমবার রাত ১টায় বাংলাদেশ ছাড়বে অজিরা। সেই বিমানে ওঠার আগে আরও একটা হারের লজ্জা হজম করলেন ড্যান ক্রিস্টিয়ান, মিচেল মার্শরা।

সিরিজ জেতা আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ বার ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে এই প্রথম সব ধরনের ক্রিকেটে অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ।

১০ সপ্তাহ মাঠের বাইরে আগুয়েরো

মৌসুম শুরুর আগে একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে বার্সেলোনা। সেই তালিকায় এবার নতুন সংযোজন, সের্হিও আগুয়েরোকে লম্বা সময়ের জন্য না পাওয়া। চোটে পড়ে ১০ সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ডকে। গত রোববার আগুয়েরোর ডান পায়ের পেশিতে চোট পাওয়ার কথা জানিয়েছিল কাতালান ক্লাবটি। কিন্তু তার ফেরার সম্ভাব্য সময় তখন জানায়নি তারা। পরীক্ষার পর সোমবার জানানো হয়, সেরে উঠতে অন্তত ১০ সপ্তাহ সময় লাগবে ৩৩ বছর বয়সী এই ফুটবলারের। আগামী অক্টোবরের আগে বার্সেলোনার হয়ে অভিষেক হচ্ছে না আগুয়েরোর। গত ৩১ মে প্রিমিয়ার লিগের দল ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ফ্রি ট্রান্সফারে দুই বছরের চুক্তিতে কাম্প নউয়ের দলে যোগ দেন তিনি। আগামী ১৫ অগাস্ট রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন পথচলা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার। কিন্তু সেই অপেক্ষা হলো দীর্ঘ।

টোকিও থেকে ফিরলেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা সরকারি সম্বর্দনা সোমবার রাতেই

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি. স.) : অলিম্পিক অভিযান শেষ করে দেশে ফিরলেন নীরজ চোপড়া, বজরং পুনিয়ারা। এদিন সন্ধ্যার পর তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে তাঁদের স্বাগত জানাবেন।

সোমবার দিল্লি বিমানবন্দরে ভারতের পদকজয়ীদের দেখতে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। প্রথমেই বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যান নীরজ। সেই সময় উপস্থিত জনতা তাঁকে ঘিরে ধরে। কষ্ট করে নীরজকে বেরোতে হয়। রবি কুমার দাহিয়া, বজরং পুনিয়া, লভলিনা বড়গোহাঁই, ভারতের পুরুষ হকি দলকে দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।এদিন বিকেলেই প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে, অলিম্পিকের পদক বিজয়ীদের ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এবং কিরেন রিজিজু ও নিশিথ প্রামাণিক রাতে একটি দুর্দান্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত করবেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নীরজকে কুর্নিশ রাজ্যসভায়, নাইডু বললেন তিনি দেশকে গর্বিত করেছেন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): জ্যাভলিনে স্বর্ণপদক জিতে দেশকে গর্বিত করেছেন নীরজ চোপড়া। টোকিও অলিম্পিকে দেশকে গর্বিত করেছেন নীরজ। দেশকে গর্বিত করায় সোমবার নীরজকে কুর্নিশ জানানো হল রাজ্যসভায়। এদিন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেছেন, 'গোল্ডেন জ্যাভলিন থ্রোয়ের মাধ্যমে নীরজ চোপড়া দেশকে গর্বিত করেছেন।' নাইডু এদিন রাজ্যসভায় বলেছেন, 'আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে, আমাদের দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন, নবজাগরণ ও জাতীয় জাগরণ ঘটিয়েছে টোকিও অলিম্পিক।'

অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের কোনও ইভেন্টে পদক জিতলেন নীরজ। তা-ও একেবারে সোনা জিতে নিলেন তিনি। শনিবার ফাইনালে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮৭.৫৮ মিটার ছুড়ে পদক জিতলেন তিনি। শনিবার জ্যাভলিনের শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন নীরজ। প্রথম প্রচেষ্টায় ৮৭.০৩ মিটার ছুড়ে বাকিদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে যান। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় দূরত্ব আরও বাড়িয়ে নেন তিনি। তখন ছোড়েন ৮৭.৫৮ মিটার। অলিম্পিকে সোনা যেতেন দেশের গর্ব নীরজ।

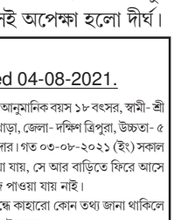

সন্ধান চাই

Ref:- Jolaibari OP GDE No. 11 dated 04-08-2021.

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সাগরিকা দেববর্মা আনুমানিক বয়স ১৮ বৎসর, স্বামী- শ্রী সুচিত্র দাস, সাং- পশ্চিম পিলাক, তাঁতিপাড়া, থানা- বাইখোড়া, জেলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা- ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- ফর্সা, পরাছিল খয়েরি রঙের চুরিদার। গত ০৩-০৮-২০২১ (ইং) সকাল ১১ টা নাগাদ নিজ বাড়ি (স্বামী বাড়ি) হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস.পি (ডি. আই.বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বরঃ- ০৩৮২৩-২২২০৫২
৭৬২৮০০৭০৭৯

২) বাইখোড়া থানা ঃ ফোন নম্বরঃ- ৭০৮৫৮৭৮৮৮৫

ICA/D-621/2021-22

Superintendent of Police
South Tripura District

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- 05/EE/DWS/KMP/2021-22 Dt: 07/08/2021.

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from enlisted Contractor's/ Firms of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD and firms ***having experience in similar nature of works with credential*** *in FORM No. 7 (seven) for the following works up to* ***25/08/2021 at 3.00 pm :-***

Sl. No	Name of work	Estimated Cost	Earnest money	Time of completion
1.	DNITNO. 11/EE/DWS/ KMP/2021-22	Rs. 4,88,119/-	Rs. 4,881/-	60 (sixty) Days
2.	DNITNO. 12/EE/DWS/ KMP/2021-22	Rs. 4,88,119/-	Rs. 4,881/-	60 (sixty) Days

Last date for submission of application for tender form is:- ***20/08/2021*** *& last date of tender form issue is upto:-23/08/2021 and Tender Dropping Date is upto 3.00PM on* ***25/08/2021.***
All details can be seen in the office of the undersigned. Tender form can be obtained & may also be dropped in Agartala, DWS Division-I and Rig Division, Agartala.

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Sd/- (Er. B. Debbarma)
Executive Engineer,
DWS Division, Kamalpur
Dhalai Tripura

ICA-C-1681/2021-22

PNIeT NO- 40/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender **(PWD FORM-8)**. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.365/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (4th Call)	916758.00	27-08-2021
2	DNIe-T No.388/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	916758.00	
3	DNIe-T No.391/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	916758.00	

All details can be seen press notice 86 bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955
For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-1689/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/EE/PWD(R&B)/AMB/2021-22 Dt 05-08-2021

The **Executive Engineer, Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / T.TAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD upto 3.00 P.M. on 02-09-2021 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF TENDERER
I	Up-gradation of Infrastructure of **Chandraipara H.S School** at Ambassa, Dhalai Tripura during the year 2021-22/SH:- Building works including Internal water supply, Sanitary installations and Internal Electrification works. **(Balance Portion)** **DNIeT No:- CE(Buildings)/PWD/DNIT/ACE/Project Unit/28/2021-22**	Rs 1,63,88,073.00	Rs. 1,63,881.00	12 (Twelve) Months.	Up to 15.00 Hrs on 06-09-2021	At 16.00 Hrs on 06-09-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

(Er. S. Debbarma)
Executive Engineer
Ambasso Division, MD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura

ICA-C-1685/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজেপি কার্যালয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক অভিযানের সূচনা করেন সর্বভারতীয় তপশিলী জাতি মোর্চা সভাপতি লাল সিং আর্য। ছবি নিজস্ব।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক অভিযানের সূচনা হল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। শনিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক অভিযানের সূচনা করেন সর্বভারতীয় তপশিলী জাতি মোর্চা সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ লাল সিং আর্য। ৭ হাজার স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, সেবাহি সংগঠন নামে বড় কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন বিজেপি -র সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা।

তারই অঙ্গ হিসাবে সমগ্র দেশের ২ লক্ষ গ্রামে ৪ লক্ষ স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে বিজেপি তৈরি করবে। অন লাইন ও সম্পর্কের মাধ্যমে এই স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক তৈরি করা হবে। এই স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবকেরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের স্বাস্থ্য সঠিক রাখতে , কোভিড থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, শারীরিক দক্ষতা বিকাশে কাজ করবে। মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেবে। অনুরূপ ভাবে রাজ্যে ৭ হাজার স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। শনিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক অভিযানের সূচনা করে এই কথা বলেন সর্বভারতীয় তপশিলী জাতি মোর্চা সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ লাল সিং আর্য।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি-র সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। সর্বভারতীয় তপশিলী জাতি মোর্চা সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ লাল সিং আর্য আরো জানান রাজ্যে ইতিমধ্যেই অন লাইনের মাধ্যমে দেড় হাজার স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক তৈরি হয়ে গেছে। এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি জেলা থেকে চারজন করে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিচ্ছেন। আগামী ১১ আগস্ট পর্যন্ত প্রদেশ স্তরে প্রশিক্ষণ চলবে। ১১ থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত হবে মণ্ডল ও জেলার প্রশিক্ষণ। ১৬ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত হবে মণ্ডলের পৃথক করে প্রশিক্ষণ শিবির। এই স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবক তৈরি করার উদ্দেশ্য হল আগামী দিনে কোন অতিমারি, তৃতীয় ঢেউ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা হলে বিজেপি-র এই স্বাস্থ্য স্বয়ং সেবকরা যাতে গিয়ে মানুষকে সহায়তা প্রদান করতে পারে। তিনি আরো বলেন করোনার পরিস্থিতিতে বিরোধী দল গুলি ঘরে বসেছিল। মানুষের সহায়তায় তারা এগিয়ে আসেনি। কিন্তু বিজেপি-র কার্যকর্তারা এই সময়ে এগিয়ে এসেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এ বিজেপি-র কার্যকর্তারা রক্তদান শিবির করেছে। তপশিলী জাতি মোর্চা ২৭ হাজার রক্তদান শিবির করেছে। বিজেপি জাতীর জন্য কাজ করে। অন্যদিকে বিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজ করে বলে কটাক্ষ করেন সর্বভারতীয় তপশিলী জাতি মোর্চা সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ লাল সিং আর্য।

ভোলেবাবার আরাধনায় মাতলেন ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার ভোলা বাবাকে পূজা দেওয়ার জন্য আমতলী ভোলানন্দ আশ্রম থেকে ১০০ জনের মতো ধর্মপ্রাণ মানুষ পায়ে হেঁটে খয়েরপুর চৌদ্দ দেবতা বাড়ির মন্দিরের সামনের হাওড়া নদী থেকে জল নিয়ে আবার আমতলী ভোলানন্দ আশ্রমে ফিরে আসেন। শিবের মাথায় জল ঢালেন ভক্তরা। শ্রাবণ মাস শিবের জন্ম মাস। শিব ভক্তরা শ্রাবণ মাসের প্রতিটি সোমবারে উপোস করে শিবের উপাসনা করেন।

শ্রাবণ মাসের প্রতিটি শিবমন্ত্র এই বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস শিবের জন্ম মাসে পূজার্চনা করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়। সেই ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়েই শিব ভক্ত আমতলী ভোলানন্দ আশ্রম থেকে ভার নিয়ে রওয়ানা হন হাওড়া নদী থেকে জল আনতে।ধর্মপ্রাণ মানুষ পায়ে হেঁটে খয়েরপুর চৌদ্দ দেবতা বাড়ির মন্দিরের সামনের হাওড়া নদী থেকে জল নিয়ে ফিরে যান ভোলা নন্দ আশ্রমে।

হাওড়া নদী থেকে জল সংগ্রহ করে আনন্দ আশ্রম এ গিয়ে তারা শিবের মাথায় জল ঢালেন। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবারের ভোর রাত থেকেই ধর্মপ্রাণ মানুষের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যের অন্যান্য শিব মন্দির গুলিতেও তৃতীয় সোমবার ব্যাপক ভিড় ও উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তবে করোণা বিধি মেনে যাবতীয় পূজার্চনার আয়োজন করা হয় বলে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

মহামারী পরিস্থিতিতে কৃষকদের ক্ষমতা আমরা দেখেছি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): দেশের অন্নদাতাদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী জানালেন, মহামারী পরিস্থিতিতে কৃষকদের ক্ষমতা আমরা দেখেছি। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের স্বার্থে কী কী করেছে, তাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি যোজনার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'করোনা-মহামারী পরিস্থিতিতে কৃষকদের ক্ষমতা আমরা দেখেছি। রেক্টর পরিমান উৎপাদনের মধ্যে, কৃষকদের সমস্যা কমানোর চেষ্টা করেছে সরকার। বীজ ও সার সরবরাহ করার পাশাপাশি কৃষকদের তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যেতেও সাহায্য করেছে সরকার। সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে।' সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি যোজনার নবম কিস্তি হিসেবে দেশের ৯.৭৫ কোটি কৃষককে ১৯, ৫০৯ কোটি টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সুবিধাভোগী কৃষকদের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরও। এদিন মোদী বলেছেন, 'দেশ স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক আমাদের কাছে শুধুমাত্র গর্বের বিষয় নয়, নতুন সঙ্কল্প ও লক্ষ্যেরও উপলক্ষ। এই উপলক্ষে, আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে কোথায় দেখতে চাই আমরা।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ হলে ভারতের অবস্থা কেমন হবে, তা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আমাদের কৃষি, গ্রাম ও কৃষকরা। কৃষিকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া সময় এসেছে, যাতে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে ও নতুন সুযোগ থেকে উপকৃত হতে সক্ষম হয়।'

লোকসভায় পেশ সংবিধান সংশোধনী বিল, ফের মুলতুবি রাজ্যসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): পেগাসাস নিয়ে বিরোধী সাংসদদের স্লোগান, হইচই থামছেই না সংসদে। পেগাসাস-সহ অন্যান্য ইস্যুতে সোমবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস প্রোজেক্ট মিডিয়া রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভায় সরব হন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচই ও স্লোগানের কারণে প্রথমে বেলা ১১.৩০, এবং পরে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। এরপর লোকসভায় সংবিধান (একশো কুড়ি-সপ্তম সংশোধনী) বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার। লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয় ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

লোকসভার পাশাপাশি এদিন রাজ্যসভাতেও ব্যাপক হইচই করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। পেগাসাস নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন দলবদ্ধ বিরোধীরা। তাই প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। এরপরই স্লোগান চলতে থাকে, তাই দুপুর দু''টো পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

এদিকে, সংসদের দুই কক্ষে প্রবল বিরোধিতার মধ্যেই এ বার ওবিসি (পিছিয়ে পড়া শ্রেণি) সংশোধনী বিল পাশকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের সমর্থন পেল কেন্দ্রীয় সরকার। অধিবেশনের শেষ সপ্তাহে বৈঠকের পরে এই বিল পাশের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন বিরোধীরা। বাদল অধিবেশনের শেষ সপ্তাহের রণকৌশল ঠিক করতে সোমবার বৈঠকে বসে ১৫টি বিরোধী দল। নেতৃত্ব দেন কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৈঠকে ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও। বৈঠকে ঠিক হয়, সংসদের দুই কক্ষেই ওবিসি সংশোধনী বিল পাশ করার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা হবে না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই তৃণমূলের উপর হামলা ত্রিপুরায়, বিস্ফোরক মমতা

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল যুব নেতৃত্বদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিতসার পর দেবাংশ ভট্টাচার্যকে ছেড়ে দেওয়া হলেও হাসপাতালে চিকিতসাধীন রয়েছেন সুদীপ রাহা ও জয়া দত্ত।

সুদীপ রাহার মাথায় আঘাত রয়েছে। জানা গিয়েছে সিটি স্ক্যান হয়েছে তাঁর। এছাড়া রাতেই তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিতসা করা হয়। অন্যদিকে, জয়া দত্তের বাঁ পাশের গালে রয়েছে আঘাত। সোমবার সকালেই সুদীপ রাহা ও জয়া দত্তকে দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন এগারোটা কুড়ি মিনিট নাগাদ ঝাড়গ্রাম যাবার পথে হাসপাতালে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। খোঁজ নেন ত্রিপুরায় আহত সুদীপ রাহা ও জয়া দত্তের শারীরিক অবস্থার। এরপর বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা অভিযোগ করেন, ''স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই হামলা, নইলে বিপ্লব দেবের এত সাহস নেই।'' তিনি আরও বলেন, ''আমাদের ছাত্র নেতাদের পুলিশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচল প্রদেশের ১২টি জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি সংসদে

নয়াদিল্লি / ইটানগর, ৯ আগস্ট (হি.স.) : আজ সোমবার সংসদে অরুণাচল প্রদেশের তফশিলি জনজাতির নামকরণ সংশোধনী বিলকে পাশ করে রাজ্যের ১২টি পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

এখন থেকে অরুণাচল প্রদেশের মনপা, সাজলাং (মিজি), সারটাং, মেম্বা, নক্তা, তাংসা, টুটসা, ওয়াংসো, তাই-খামতি, মিছিমি-কামান (মিজু), ইদু (মিছিমি) এবং তারাওন (ডিগারু) জনগোষ্ঠীর মানুষ ভারতীয় সংবিধানিক মর্যাদা পাবেন।

গত ৭৪ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ এই সকল জনগোষ্ঠীকে ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এতদিন অরুণাচল প্রদেশের এই সব জনগোষ্ঠীকে যথোপযুক্ত নামে সূচিত না করার ফলে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছিল।

এদিকে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এই জনগোষ্ঠীগুলির নামকরণ সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু তথা কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে এজন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

পেগাসাস নিয়ে কোনও রকম আর্থিক লেনদেন হয়নি, রাজ্যসভায় জানাল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি. স.) পেগাসাস নিয়ে কোনও রকম আর্থিক লেনদেন হয়নি। পেগাসাসের আড়িপাতা নিয়ে দেশজুড়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সমালোচনার মধ্যে এমনটাই জানাল কেন্দ্র সরকার। সোমবার রাজ্যসভায় পেগাসাসের প্রস্তুতকারী ইজরায়েলি সংস্থা এনএসও-র সঙ্গে কেন্দ্রের কোনও রকম আর্থিক লেনদেন হয়নি বলেই সংসদে জানাল কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

দেশের বিরোধী নেতা, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, বিচারপতিদের ফোনে আড়ি পাতার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই কেন্দ্রকে এই বিষয়টি নিয়ে চেপে ধরেছে বিরোধীরা। এনএসও আগেই জানিয়েছে, পেগাসাস নামক স্পাইওয়্যারটি তারা শুধু বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারকেই বেচে। তার সূত্র ধরেই বিরোধীদের দাবি, হয় কেন্দ্র 'বেআইনি' ভাবে দেশের নাগরিকদের উপর নজরদারি চালিয়েছে, নয়তো অন্য কোনও দেশের সরকার তা করেছে। এ দিকে মোদী সরকার বারে বারেই জানিয়েছে, কেন্দ্র কোনও নাগরিকের উপর 'বেআইনি' ভাবে নজরদারি চালায়নি। তবে বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় বলে তা নিয়ে সংসদে আলোচনারও দাবিতে সরব হয়ে বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীদের বিক্ষোভে কার্যত অচল সংসদের দুই কক্ষ। তার মাঝেই পেগাসাস নিয়ে এনএসও এবং কেন্দ্রের কোনও রকম আর্থিক লেনদেন হয়েছে কি না, রাজ্যসভার অধিবেশনে তা জানতে চেয়েছিলেন সিপিএম সাংসদ ভি শিবদাসন। ওই প্রশ্নের উত্তরেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট জানান, ইজরায়েলি সংস্থার সঙ্গে কোনও রকম আর্থিক লেনদেন হয়নি কেন্দ্রের।

করোনা-সংক্রমণ কমে ৩৫,৪৯৯ ৪৪৭ বেড়ে ভারতে ৪.২৮-লক্ষাধিক মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০০-র নীচে নেমে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ হাজার ৪৯৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪৪৭ জনের। রবিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,৬৮৬ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪০ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০২,১৮৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪, ৬৩৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৩,৭১, ৮৭১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩৫,৪৯৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৫৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪, ৬৩৪ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.২৬ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৫০.৮৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫০,৮৬,৬৪, ৭৫৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ১৬,১১,৫৯০ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৪৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৮,৩০৯ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা আরও বাড়ল, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,৬৮৬ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১১,৩৯,৪৫৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৪০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫০ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৫৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় ভীষণ কম টিকাদান, ভারতে ৪৮.১৭-কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ৫০.৮৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৬.১১-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে, যা ভীষণ কম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫০,৮৬,৬৪, ৭৫৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ১৬, ১১,৫৯০ জনকে।

ভারতে ৪৮.১৭-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৩,৭১, ৮৭১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৮,১৭,৬৭, ২৩২-এ পৌঁছে গিয়েছে।

আমবাসায় ড্রেন নির্মাণ হলেও স্লেব না থাকায় চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। আমবাসা বাজারের ড্রেন নির্মাণ করে স্ল্যাব না ফেলায় ড্রেন পারাপার হয়ে দোকানপাটে যাতায়াত করতে পারছেন না ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। সমস্যা সমাধানের জন্য এসডিএম এবং স্থানীয় বিধায়ক এলাকা পরিদর্শন করলেও এখনো পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। ধলাই জেলার আমবাসা বাজারে ড্রেন নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করতে এবং ড্রেনের উপর স্ল্যাব ফেলে পারাপারের ব্যবস্থা করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং জনগণ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত দুমাস আগে আমবাসা বাজারের ড্রেন সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছিল এন এইচ ডি সি এল নির্মাণকারী সংস্থা। কিন্তু দু মাস অতিক্রান্ত হলেও ড্রেনের কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বিভিন্ন দোকানে যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমনকি গত কিছুদিন আগে বাঁশের সেতু ভেঙ্গে আহত হয় একজন। ড্রেনের উপর কোন ধরনের স্ল্যাপ তৈরি করে দেওয়া হয়নি। ফলে ড্রেইনগুলো পারাপার হতে গিয়ে বিপদে সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা নিজেরাই বাঁশের সেতু বানিয়েছে পারাপার হওয়ার জন্য। কিন্তু এই বাঁশের সেতু দিয়ে পারাপার হওয়া কষ্টকর। এসব সমস্যার বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক এবং এসডিএমকে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। গত কয়েকদিন আগে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, মহকুমা শাসক সহ এক প্রতিনিধি দল ড্রেনের অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি পরিদর্শন করেন।

এদিন ব্যবসায়ীরা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। আমাবাসার ব্যবসায়ীদের অভিযোগ স্থানীয় বিধায়ক এবং মহকুমা শাসকের পরিদর্শন কি শুধুই লোক দেখানো। ব্যবসায়ীরা জানান, এই ড্রেইনের জন্য সমস্যা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।দোকানে ক্রেতাদের আগমন অনেকটাই কমে গেছে। ফলে ব্যবসায় মার খাচ্ছে ব্যবসায়ীরা।ব্যবসায়ীরা বিধায়ক পরিমল দেববর্মার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অবিলম্বে আমবাসা বাজারে নির্মীয়মান ড্রেনের কাজ দ্রুত শেষ করতে এবং ট্রেন গুলির উপর স্প্যান বসানোর ব্যবস্থা করতে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

সোমবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারত ছাড় আন্দোলনের বর্ষপূর্তি পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।